মন্দ্র।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত।

সন ১৩০৯ সাল।

মূল্য দেড় টাকা মাত্র।

কুন্তলীন প্রেসে
শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং ২৮।১নং ঝামাপুকুর লেন হইতে
শ্রীইন্দুভূষণ সান্ন্যাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

1637

উৎসর্গপত্র।

কবিবর

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী

মহাশয় করকমলেষু।

আমার ন্যায় সামান্য ব্যক্তির হস্তে আপনার সর্ব্বজন-প্রিয় মহামূল্য খ্যাত "গান" বহি খানি অর্পণ করিয়া আপনি আমাকে সম্মানিত করিয়াছেন। বিনিময়ে, আমি আমার এই অকিঞ্চিৎকর কবিতাসমষ্টি আপনাকে উৎসর্গ করিয়া ধন্য হইলাম। আমার এবম্বিধ সাহসের প্রধান কারণ এই যে, মদীয় রচনার প্রতি আপনার অনুরাগের বহু নিদর্শন পাইয়াছি।

অনুরক্ত

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

ভূমিকা।

এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত কবিতা গুলির প্রথমার্দ্ধ পূর্ব্বে ভারতী সাহিত্য, প্রদীপ ইত্যাদি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। শেষার্দ্ধ নূতন।

সমালোচকদিগের প্রতি আমার একটি নিবেদন আছে। তাঁহারা যদি পুস্তকখানি সমালোচনা করেন, তাহা হইলে, প্রথমতঃ তাঁহারা যেন তৎপূর্ব্বে গ্রন্থখানি পড়েন; দ্বিতীয়তঃ, তাঁহারা যে বিষয় জানেন সেই বিষয়েই যেন তাঁহাদিগের "কশাঘাত" সংরুদ্ধ রাখেন। একথা বলা নিতান্ত দরকার না হইলে এখানে বলিতাম না। সমালোচনা জিনিষটা অধুনা, সম্প্রদায়-বিশেষে নিতান্ত দায়িত্বহীন, সখের বা ব্যবসায়ের জিনিষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে! আমাদের দেশে একজন লেখক ইংরাজসমাজে না মিশিয়া ইংরাজী নারী চরিত্রের বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন। আমার একটি বন্ধু "সমুদ্র" বিষয়ক একটি কবিতার এক বিজ্ঞ উপদেশপূর্ণ বিস্তৃত সমালোচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি কখন সমুদ্র দেখেন নাই। কোন এক পত্রিকার সম্পাদক মৎপ্রণীত "পাষাণী" নাটকের সমালোচনায় কহিয়াছিলেন যে আমি নাটকে রামায়ণের আখ্যান অনুসরণ করি নাই—যে হেতু অহল্যাকে স্বেচ্ছায় ব্যভিচারিণীরূপে চিত্রিত করিয়াছি, কিন্তু পৌরাণিকী অহল্যা ইন্দ্রকে গৌতম বলিয়া ভ্রম করিয়া ভ্রষ্টা হইয়াছিলেন! তাঁহার বাল্মীকির রামায়ণ-খানি উল্টাইয়া দেখিবার অবকাশ হয় নাই। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে তিনি দেখিতেন, যে বাল্মীকির অহল্যা শুদ্ধ ইন্দ্রকে ইন্দ্র বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিলেন তাহা নহে; দেবরাজ কিরূপ জানিবার জন্য কৌতুহলপরবশ হইয়া ("দেবরাজকুতূহলাৎ")

কামরতা হইয়াছিলেন। কোন কোন বুদ্ধিমান সমালোচক আবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে অহল্যা যদি যথার্থই পাপিনী হইয়াছিলেন তবে তিনি প্রাতঃস্মরণীয়া হইলেন কেন? এটা ভাবিয়া দেখিবার তাঁহাদিগের অবসর হইল না, যে সাবিত্রী, সুভদ্রা, সীতা, দময়ন্তী ও শকুন্তলা ইত্যাদি আদর্শ সতী প্রাতঃস্মরণীয়া না হইয়া "অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী, তারা মন্দোদরী" (যাঁহাদের প্রত্যেকের সতীত্বমার্গ হইতে স্খলন হইয়াছিল,) প্রাতঃস্মরণীয়া হইলেন কেন? এরূপ মিথ্যাবাদিতা বা মূর্খতা, সমালোচক যিনি বিচার করিতে বসিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে অমার্জ্জনীয়—লেখকের পক্ষে তত নহে।—আমি মৎপ্রণীত "পাষাণীর" সমালোচনার এখানে প্রত্যুত্তর দিতে বসি নাই। তাহার প্রত্যুত্তর বসুমতী ও সঞ্জীবনীতে বাহির হইয়া গিয়াছে। এবং যখন প্রবীণ পণ্ডিত সংস্কৃতজ্ঞ সমালোচকবর্গ উক্ত পুস্তক সম্বন্ধে একবাক্যে আমার পক্ষে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, এবং এমন কি অতিরিক্ত প্রশংসা বর্ষণ করিয়াছেন, তখন আমার ক্ষুব্ধ হইবারও কারণ নাই। আমি শুদ্ধ আধুনিক দায়িত্বশূন্য সমালোচনার উদাহরণ স্বরূপ উক্ত বিষয়ের উল্লেখ করিলাম। রচনা উত্তম হইয়াছে কি অধম হইয়াছে সে সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিবার স্বত্ব সমালোচকের আছে; (যদিও বিশেষ বিবেচনার সহিত সে স্বত্ব তাঁহাদের ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়;) কিন্তু মিথ্যাকে সত্য বলিয়া প্রচার করিবার নৈতিক স্বত্ব কাহারও নাই।

আমার অবসর না থাকায় গ্রন্থে স্থানে স্থানে লিপিপ্রমাদ দোষ ঘটিয়াছে। পাঠক বর্গ মার্জ্জনা করিবেন।

সূচিপত্র।

* পূর্ব্বে পত্রিকাদিতে প্রকাশিত।

† মৎপ্রণীত ইংরাজী কবিতা হইতে অনুদিত।

¶ নূতন রচিত।

৭০৮

আগন্তুক।

কি গো! তুমি কে আবার! বলি কোথা হ'তে?
কি চাও?—কি মনে করে' এ বিশ্বজগতে?
এই দ্বন্দ্ব, এই অন্ধঅর্থলোলুপতা,
—এই স্বার্থ; এই শাঠ্য, এই মিথ্যা কথা,
এই ঈর্ষা-দ্বেষ-ভরা নীচ মর্ত্তভূমি
মাঝখানে—বলি—ওগো—কে আবার তুমি?

কি দেখিছ চারিদিকে চেয়ে আগন্তুক?
—এ শৌণ্ডিকালয়। এর দুঃখ এর সুখ
মাতালের।—দেখিছ না মদ্যপাত্র হাতে
কেহ হাঃ হাঃ অট্টহাসে; কেহ কার সাথে
করে বাগ্বিতণ্ডা কিম্বা বাহুযুদ্ধ; কেহ
একধারে বিস্তারিয়া তার স্ফীত দেহ
প্রবল নাসিকাধ্বনি করি' নিদ্রা যায়;
কেহ বকে; কেহ কাঁদে; কেহ নাচে, গায়;

কেহ মদ্য খায় ; তাহা কেহ বা উদ্গারে ;
কেহ বা নিদ্রালু দূরে বসি' একধারে
মদ্য পাত্র হাতে ; কেহ কেশে ধরি' কার
লাঞ্ছনা করিছে বিধিমত।—এ আগার
প্রকাণ্ড শৌণ্ডিকালয়।—অতিথি ! হেথায়
কেন তব আগমন ?—শিশু ! নিঃসহায় !

—কি এ সুরা ? তীব্র ধনলিপ্সা। জন্য যার
এ অধম নর করে নিত্য হাহাকার,
দৌড়াদৌড়ি, হুড়াহুড়ি, শাঠ্য, সাধাসাধি,
খুঁজিতে বিলাস, নীচ সম্ভ্রম, উপাধি—
ব্যগ্র, উগ্র, করে ফৌজদারি, আদালত,
ভণ্ডামী।—ইহারই জন্য সংসার বৃহৎ
অরণ্য : মনুষ্য তায় হিংস্র জন্তু মত
উত্তম শিকারে শুদ্ধ ফিরিছে নিয়ত।

কোথা হ'তে ক্ষরিয়াছে মধু—অমনি এ
ব্যগ্র পিপীলিকাদল সারি সারি গিয়ে
চায় স্বাদ, মিটাইতে কাল্পনিক ক্ষুধা,
অমর হইবে যেন পিয়ে সেই সুধা !

কোথায় ক্ষরেছে ব্রণ—মক্ষিকার মত
ছুটিয়াছে ঝাঁকে ঝাঁকে সেই ব্রণক্ষত
লক্ষ করি'। (হায় নর ! হা অন্ধ মানব !
এই চেষ্টা, এ বিপুল উদ্যম—এ সব
ভস্মে ঘৃত ঢালা।)—সেই সংসার বিগ্রহে
যোগ দিতে এসেছ কি ?

না না তাহা নহে ;
তুমি শুদ্ধ, তুমি শান্ত। বল কি স্বর্গীয়
সন্দেশ এনেছ শুনি।—এস মম প্রিয়,
নেত্রাঞ্জন, হৃদয়রঞ্জন—এস নেমে
স্বর্গ হ'তে, সুকুমার, সুপবিত্র প্রেমে
বিরঞ্জিত, স্বর্গদূত ! তুমি শুধু কহ—
"এসেছি, আমারে ভালবাস, কোলে লহ,
দুগ্ধ দাও"—তুমি বল,—"তোমরা কে তাহা
জানি না, চিনি না ; তবু আমি চাহি যাহা
তাহা দিবে জানি—আছে সে টুকু মমতা।
আর, নাহি থাকে যদি—শোন এক কথা—
আমি এমনই মন্ত্র জানি—সারি সারি
কালসর্প সম সবে খেলাইতে পারি ;

দংশিতে ভুলিয়া যাবে দংশিতেই আসি'
সেই মন্ত্রে।—সেই এক মন্ত্র মোর হাসি।

"আরও এক মন্ত্র জানি। সে কিন্তু ব্রহ্মাস্ত্র
যদিও উল্লেখ তার কোন হিন্দু শাস্ত্র
খুঁজে পাবে নাক! সেই দিব্যমন্ত্রবলে,
দিগ্বিজয়ী আমি; তাহা মাতৃবক্ষঃস্থলে
বাজে সর্ব্বাপেক্ষা; আর অন্যে নিরুপায়,
হাজারই বিরক্ত হোক, ভাবে খুব দায়;
হয় গৃহ বিপর্য্যস্ত মুহূর্ত্তে অমনি—
সে অস্ত্র এ ক্ষীণ কণ্ঠে ক্রন্দনের ধ্বনি।
যা চাই তা দিতে হ'বে, কোন তর্ক যুক্তি
নিষ্ফল, যা চাই দাও, তবে পাবে মুক্তি।"

—কি দেখিছ? পরিচয় করিতে কি চাও
আমাদের সঙ্গে? যাঁর স্তন্যদুগ্ধ খাও
ইনি তোর মাতা; উনি মাসী, ইনি পিসী;
ইনি কাকী; উনি জ্যেঠী; যাঁর দাঁতে মিশি
উনি মামী; উনি দিদি, ইনি মাতামহী।
উনি পিতামহী; ইনি—না না আমি নহি,

এই ব্যক্তি বৃদ্ধ মাতামহী; আর আমি—
আমরা—এঁহেম্—সব ওঁয়াদেরই স্বামী।

আজি শুয়ে মাংসপিণ্ডসম; উর্দ্ধে চাও,
চাও চারিদিকে; নাড়ো হস্ত পদ; দাও
করতালি; কর হাস্য; জ্বলিলে জঠরে
অগ্নি, কাঁদ মাতৃবক্ষঃস্তন্যদুগ্ধ তরে:
সব দুঃখ—দৈহিক যন্ত্রণা কিম্বা ক্ষুধা;
সব সুখ—পান করা মাতৃস্তন্যসুধা;
ক্রীড়া—হস্তপদ সঞ্চালন একা একা;
কার্য্য—শুধু নিদ্রা কিম্বা চক্ষু চেয়ে দেখা।

দ্বিতীয় অঙ্কেতে তুমি দাও হামাগুড়ি;
বেড়াও রে চতুষ্পদ ঘরময় জুড়ি'।
যা দেখ, তা নিতে চাও; যা নাও, তা নিয়ে
দাও মুখমধ্যে পূরে'। ভাবো পৃথিবী এ
খাদ্যের ভাণ্ডার।

তৃতীয় অঙ্কেতে গিয়া
একবারে চতুষ্পদ-অবস্থা ছাড়িয়া
দ্বিপদে উত্তীর্ণ তুমি। পড় শতবার,
আবার অধ্যবসায়ে উঠি চারিধার

কর পরিক্রম। কহি' বিবিধ বচন,—
'মা-মা, দা-দা,' স্বজনের আনন্দবর্দ্ধন
কর। কার্য্য—করা উদরের গর্ত্ত পূর্ণ ;
দ্রব্যপ্রাপ্তিমাত্রে করা ছিন্ন কিম্বা চূর্ণ,
মূল্য নাহি দিয়া।—অনন্ত আকাঙ্ক্ষাময় ;—
পৃথিবীর দ্রব্যে শুদ্ধ আবদ্ধ সে নয় :
সূর্য্য চন্দ্র তারা,—তাও তোমার মৌরুষি !
না পাইলে সে ব্রহ্মাস্ত্র। কিসে থাকো খুসি
ভাবিয়া অস্থির সবে ; সাধ্য কি অসাধ্য
সর্ব্ব ইচ্ছা তোর মোরা পুরাতেই বাধ্য !

চতুর্থ অঙ্কেতে জগতের এ নিষ্ঠুর
কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশের আয়োজন। দূর
নিভৃতে, সাজায় যত্নে পিতামাতা বসি,'
দিয়া আগ্নেয়াস্ত্র, তীর-বর্ম্ম, চর্ম্ম অসি ;—
যাহার যা সাধ্য, কিম্বা রুচি।—নব দীক্ষা
বালকের ; মন্ত্রপাঠ, ব্যায়াম ও শিক্ষা ;
উদ্যম ও কর্ম্ম ; নীতি, ধর্ম্ম, জাগরণ—
কর সেই সমরের যোগ্য আয়োজন।

পঞ্চম অঙ্কেতে সেই নিষ্ঠুর সংগ্রাম
জীবিকার জন্য ; সেই নিত্য অবিশ্রাম
দ্বন্দ্ব।—সেই অন্ধ দ্বন্দ্বে মাতা নহে মাতা ;
পিতা ?—অতীতের বস্তু। ভগ্নী কিম্বা ভ্রাতা—
সে আবার কারে বলে ? সে ত প্রকৃতির
খেয়াল। পুত্র ও কন্যা ! নিত্যই অস্থির
তাদের বিবর্দ্ধমান সংখ্যায় ; স্বীকার্য্য
তবে এত দূর যে, তাহারা অনিবার্য্য।
প্রেম ? কারে বলে ? সে ত দৈহিক পিপাসা ;
বন্ধুত্ব ত দু'দণ্ডের হাসি ও তামাসা,
গল্প ও গুজব। ভক্তি স্নেহ ? পড়ি বটে
উপন্যাসে ; ভালো লাগে আমার নিকটে
কবিতা কি গল্পে।—তবে সত্য কি পদার্থ ?
সত্য রৌপ্য, সত্য নিজ সুখ, সত্য স্বার্থ।
—অর্থ চাই অর্থ চাই—তাহার লাগিয়া
অনন্ত পিপাসা—মুখ ব্যাদন করিয়া—
ঊর্দ্ধকণ্ঠে তৃষ্ণাতুর চাতক যেমন
চায় জলবিন্দু ; চায় রৌপ্য নরগণ।
এ চীৎকার থামে শেষে সেই একাকারে,
সেই নিত্য প্রধূমিত ঘন অন্ধকারে।

এস দিব্য, এস কান্ত, এস মিষ্টহাসি,
এস গৌরকান্তি, এস সুন্দর সন্ন্যাসী,
এস ধরাধামে বৎস। হেথা বিশ্বময়
সর্ব্বেব কদর্য্য নহে। নহে সমুদয়
ঝটিকা, অশ্রান্ত গর্জ্জ বজ্র, অন্ধকার,
কণ্টক, অরণ্য, শুষ্ক মরুভূমি সার।
—আছে ঊর্দ্ধে নীলাকাশ—শান্ত দিব্য স্থির,
অনন্তঅভয়ভরাস্নিগ্ধসুগভীর
স্নেহে, বক্ষে ধরি' ধরণীরে ; নিত্য তাহে
লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র করুণনেত্রে চাহে
অনন্ত অনুকম্পায় ধরণীর পানে।
এখানেও সূর্য্য ওঠে। বিতরে এখানে
চন্দ্র দিব্য রশ্মি। দূরে কল্লোলিয়া যায়
উচ্ছ্বসিত স্বচ্ছ নীল জলধি। হেথায়
হাসে শ্যামা ধরিত্রী। আলেখ্যবৎ তাহে
তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ রাজে ; অশ্রান্ত প্রবাহে
ধায় নদনদী ; ফোটে পুষ্প ; গায় পিক।
হেথা বহে বসন্তপবন দশ দিক
বিকম্পিত করি' মৃদু সুস্নিগ্ধ পরশে ;—
আসে একবার তাহা বরষে বরষে।

নহে সবই কালসর্প, কীট ও কণ্টক ;
নহে সবই প্লীহা, যক্ষ্মা, জ্বর, বিস্ফোটক
হেথা।—আছে বিশ্বে নব শৈশবের মত্ত
উচ্ছৃঙ্খল ক্রীড়া, যৌবনের চিরস্বত্ব—
প্রেমের রাজত্ব, বার্দ্ধক্যেও ক্ষীণ আশা ;—
আছে চিরপবিত্র মাতার ভালবাসা,
চিরপ্রবাহিত নির্ঝরের ধারাসম,
অবারিত, উৎসারিত, নিত্য মনোরম,
চিরস্নিগ্ধ ; যেই স্নেহ কভু নাহি যাচে
প্রতিদান।—হেথা দুঃখ আছে, সুখ আছে ;
মিথ্যা আছে, সত্য আছে ; উদ্বেগ ও ভয়
আছে ; শান্তি ও ভরসা আছে। বিশ্বময়
সব স্থানে তুঁষ মধ্যে ধান্য আছে ; —তবে
শুদ্ধ সেই টুকু, বৎস, বেছে নিতে হবে।

এস, এই বিমিশ্রিত সুখ দুঃখ মাঝে,
প্রিয়তম। আর আমি (ব্যস্ত বড় কাজে
বেশী অবসর নেই) তোরে বক্ষে ধরি'
কায়মনোবাক্যে এই আশীর্ব্বদে করি—
সুখে থাকো সুখে রাখো ;—আর বেছে নিও
সংসারে গরল হ'তে যে টুকু—অমিয় !

হিমালয় দর্শনে।

(দার্জিলিঙে)

কে তুমি সহস্র যোজন জুড়িয়া, ব্রহ্মদেশ হতে তাতার,
অক্ষয় হীরকমুকুটের মত ভারতলক্ষ্মীর মাথার,
জ্বলিছ প্রদীপ্ত, পাইয়া উষার কনকচরণপরশ
তুষারমণ্ডিত চূড়ায়? হিমাদ্রি? ব্যাপি কত লক্ষ বরষ
আছ এইরূপ নিশ্চল, নিস্তব্ধ, ভেদিয়া নির্ম্মল গগণ
উত্তুঙ্গ শিখরে, গিরিবর? আছ, কোন্ মহা ধ্যানে মগন,
মহর্ষি? বিরাজে পদতলে দূরে কত রাজ্য শ্যাম, নবীন,
শিশুসম; শুদ্ধ তুমিই একাকী, বসে' আছ কৃশ, প্রবীণ,
পাষাণপঞ্জর যেন; দেখি দেহে আছে কয়খানি যা হাড়;
কার্য্যময় এই ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে প্রকাণ্ড অকেজো পাহাড়।
দেখ, নিজ কার্য্য করে সকলেই—ইতর, মহৎ,—সবে;—
শুদ্ধ কি একাকী বসিয়া রহিবে নিষ্কর্ম্মা, তুমিই ভবে?

দেখ উর্দ্ধে, ঘুরে সূর্য্যগ্রহচন্দ্র অশ্রান্ত, উন্মত্ত, অধীর;
অযুত নক্ষত্র ঘুরে মহানৃত্যে নিজমত্ততায় বধির।

পদতলে দেখ, শত নদী ধায় কি দিবায় কিবা নিশায়,
বনকান্তারের প্রান্ত দিয়া, শেষে সুদূর সাগরে মিশায়।
গহনে শীকারে ফিরে সিংহ ধীরে। ব্যাঘ্র সে পশুর রাজার
রাজত্বের ভাগ নিতে চায় কেড়ে। হরিণ কানন মাঝার
সভয়ে দৌড়ায়। ছাগকুল দেখে, উঠিয়া পর্ব্বত শিখর,
নীচের গভীর গহ্বর, বিস্ময়ে। বনের বানর নিকর
বৃক্ষে চড়ি' নিজ শ্রেষ্ঠতা (অন্ততঃ সে বিষয়ে) সবে দেখায়।
দীর্ঘ অজগর নির্ভয়ে দিবসে চলেছে বঙ্কিম রেখায়
মন্থর গমনে। বিহঙ্গ মেলিয়া বিবিধ রঞ্জিত পাখায়,
উড়ে সূর্য্যকরে। বৃক্ষলতাশত দুলায়ে শ্যামল শাখায়
নৃত্য করে হর্ষে পর্ব্বতের গায়ে প্রভাত-কিরণছটায়।
ভ্রমর গুঞ্জরি বেড়ায়, না জানি কাহার কি কুৎসা রটায়।
দূরে বংশবনে কে বসিয়া তার বাজায় মুরলি মধুর।
ডাকে ঘুঘু ঘন শালবনে। প্রেমী কোকিল, বসিয়া অদূর
তমালের ডালে, ডাকিছে বধূরে। কেতকীকদম্বতলায়
নাচিছে ময়ুর। দূরে অধিত্যকা ; ধান ও সরিষা, কলাই
ঢাকিয়া দিতেছে কোমল বসনে নগ্নতা উলঙ্গ জমীর ;
গাভীরা চরিছে, চাষারা গাইছে, বহিয়া যাইছে সমীর
নিকুঞ্জে। সবাই কিছুত করিছে ;—শুধু বিশ্বে, যায় দেখা,
অর্দ্ধেক এসিয়াপ্রস্থ জুড়ে' গিরি ! তুমিই ঘুমাও একা।

দেখ, এ ভারতে,—কেহবা হাকিমি করিছে বিচারশালায় ;
কেহবা তাঁহারি পার্শ্বে কিম্বা দূরে বসি,' হংসপুচ্ছ চালায় ;
কেহ ওকালতি করে, 'ক্রস্' করে শামলা পরিয়া মাথায়,
বাড়িতে আসিয়া লেখে আয় ব্যয় জমাখরচের খাতায় ;
কেহবা ডাক্তারি করিয়া দুপরে করিছে একটু আরাম ;
কেহ বে-পসার 'ঘুরে ঘুরে' শুধু বেড়ায়, না গঙ্গা না রাম ;
কেহ বা চালায় সংবাদ-পত্রিকা ; কেহ বা লিখিছে কেতাব,
বহু কষ্ট করি' ; কেহ পায় কৃষ্ণ ;—কেহবা পাইছে খেতাব ;
কেহ বা পৈতৃক সম্পত্তি উড়ায়ে সময়টি বেশ কাটায় ;
কেহ জমিদারি করে, কেহ টাকা বোসে বোসে শুধ খাটায় ;
কেহ বা খুঁজিছে দলাদলি করি' জাতিটা মারিবে কাহার ;
কেহ তা' সত্বেও গোপনে 'হোটেলে' মুরগী করিছে আহার ;
কেহ বা বিশেষ কার্য্য না থাকায় ভাঙ্গিছে গড়িছে সমাজ ;
কেহ বা করিছে ঠাকুরের পূজা ; কেহ বা পড়িছে নমাজ ;
সবার উপরে শ্বেতাঙ্গ শাসন করিছে ভারতভূমি ;—
বসিয়া কেবল অচল, অকেজো পাষাণ—একাকী তুমি।

তোমার ঘুমের এমনি মহিমা ! তোমার কাছেতে শয়ন
কি উপবেশন করিলে, অমনি ঢুলে আসে দুই নয়ন।

তোমার উত্তরে দেখিছ না চীন ঢুলিছে আপিঙ নেশায় ?
ঢুলিতে ঢুলিতে বসিয়া আপিঙে পেয়ারার পাতা মেশায় ;
আপন মহত্ব ভাবিতে ভাবিতে করিছে আনন্দে চা-পান ;
এদিকে আসিয়া চরণে আঘাত করিয়া যাইছে জাপান।
তোমার দক্ষিণে সমানই অবস্থা প্রায় এ ভারত মাতার;
সমানই বিপন্ন আরব, তুরস্ক, পারস্য, তিব্বত তাতার ,
সমস্ত 'এসিয়া' কি করিবে শুয়ে ভাবিয়া ভাবিয়া না পায় ;
যখন য়ূনানী স্বীয়-পদদাপে হুঙ্কারে মেদিনী কাঁপায়,
দলিয়া ধরণী, মথিয়া জলধি, বিদীর্ণ করিয়া গিরি ;—
সে সময় এঁরা ঘুমান, কভু বা এপাশ ওপাশ ফিরি।

একি ঘুম বাপ্ ! শুনিয়াছিলাম কুম্ভকর্ণ নামে ভীষণ
রক্ষঃছিল এক ; ছ'মাস করিয়া ঘুমাত সে রক্ষ কি সন।
তবু সে জাগিত একদিনও। তুমি, ইতিহাস যতদিনের
পাওয়া যায়, এই একই ভাবে আছ। শোন মিনতি এ দীনের—
একবার জাগো !—শুধু একবার—হে কুঁড়ের বাদশাহ !
দেখি না ; অন্ততঃ একবার ভুলে নয়ন মেলিয়া চাহ।

—না না কাজ নেই—জানি জানি বেশ তোমাদের কারখানায় ;
—বাবারে ! কিরূপ তোমাদের জাগা আমার কি নেই জানাই ?

'বিস্বাবস্থ' কিম্বা 'এটনার' মত যদি জাগো, যদি জ্বালোই
জাগরণে প্রলয়াগ্নি, তবে যত না জাগো ততই ভালোই।
—তোমাদের বটে তাহাতে আমোদ হ'তে পারে সম্ভবতঃই ;
কিন্তু ধ্রুব বলা যায় না অন্যের হয় কিনা ওটা অতই।
—সহর পুড়ায়ে, অরণ্য উড়ায়ে, ছাইয়ে ধুসর গগণ
ধূমরাশি দিয়ে, প্রলয় আঁধারে মেদিনী করিয়া মগন,
লেলিহান অগ্নিজিহ্ব, চরাচরে সঘন গর্জ্জনে কাঁপাও,
করাল কালিকা সমান, নির্দ্দয় ; ক্রোধে অন্ধ, ভেবে না পাও
কাহারে করিবে বিচূর্ণ, উড়ায়ে কাহারে ভস্মের সমান,
তোমার অসীম ক্ষমতা অসীম বিক্রম করিবে প্রমাণ :
পর্জ্জন্যের বজ্রসম ছোড় তব বিনাশের অস্ত্র 'লাভা'
—বহ্নি নদ এক সৃষ্টির সংহারে।—না না কাজ নেই বাবা!

—তুমি যেন বল "দেখ বাপু সব জানোত আমার প্রভাব ;
কিন্তু তবু জেনো স্বভাবতঃ অতি নিরীহ আমার স্বভাব।
একটু উঁচুতে বসে' আছি ; দূরে বসে' বসে' রোদ পোহাই,
বুড়োসুড়ো লোক, তাই শীত লাগে ; ঘাঁটিও না বেশী—দোহাই!
কোন কৌতুহল নাই, কারো গুপ্ত বিষয়ে খুঁটিয়া দেখায় ;
কোনই উচ্চাশা নাই ; একধারে পড়ে আছি একা একাই ;

কাহারো অনিষ্ট কারি নাকো ; আমি মাটীর মানুষ নৈহাইৎ ;—
কিন্তু জেনো যদি রাগাও, তা আমি, কাহাকে করিনা রেয়াৎ ;
তখনি উদ্গারি ক্রোধের অনল, ভস্ম করি দশ দিশি ;—
করে ভস্ম শাপে সবারে যেমতি ধ্যানভগ্ন মহা-ঋষি !

"আমি বসে' বসে' কি ভাবি, জানিতে মনে তোমাদের সবার,
কৌতূহল হতে' পারে বটে, আর কারণও আছে তা হ'বার ;
—তা শোন, অন্তরে আমি করি যত কূটপ্রশ্ন অবতারণ,
—জগতের আদি জগতের অন্ত, জন্ম ও মৃত্যুর কারণ ;
এত যে অনন্ত জীবন কল্লোল উঠে পড়ে নিশি দিবাই ;—
কোথা হতে আসে, কোথায় মিলায়, তাহার উদ্দেশ্য কিবাই।
ভাবিয়া কিছুই হয় না ; মস্তক গরমটি হয় খালি,
দিবারাত্র তাই রাশি রাশি রাশি মাথায় বরফ ঢালি।

তোমরা এ ঊনবিংশতি শতাব্দীর শেষে ত ভাবিবে, "কি ছাই
ও সব ভাবনা। মনুষ্যের ওই কূটচিন্তা সব মিছাই।"
তোমরা ভাবিছ উপায়, দুদিনে দুমাসের পথ যাওয়ার ;
ভূতত্ব, উত্তাপবিজ্ঞান, স্নায়ুর বিষয়, গঠন হাওয়ার ;
তোমরা ভাবিছ বিদ্যুতে কিরূপে লাগাবে কার্য্যেতে আপন ;
কি উপায়ে এই ষাট বর্ষ সুখে করা যায় কালযাপন।

ভাবিছ কিরূপে মিনিটে মিনিটে মারা যায় দশ হাজার ;
তোমরা বসাতে চাও বিশ্বমাঝে এক বাণিজ্যের বাজার।
তা ভাব না, বেশ!—যুবার উচিত—রহিবে সে কর্ম্মরত—
বৃদ্ধের উচিত কার্য্য যোগ, ধ্যান, সন্ন্যাস ও ধর্ম্ম ব্রত।

—কি? অস্তিত্বলোপ করিতে চাও কি আমার এ বিশ্ব মাঝেই?
এ সব কুড়েমি? এ বিশ্বের আমি লাগি না কি কোন কাজেই?
ফল শস্য কিছু পারি না'ক দিতে, পূরাতে জীবের উদর ;
পড়ে' আছি এক আলস্যের স্তূপ,—কঠিন অনড় ভূধর?
তাহার উপরে অগ্ন্যুৎপাতে কভু বিশ্বের অনিষ্ট ঘটাই?
—কিন্তু ব্যোম হ'তে গঙ্গা নামে যবে কে ধরিয়াছিল জটায়?
ব্যোমই সেই বিষ্ণু, আমিই ধূর্জ্জটি, সে জটা আমারই শিখর
লতা গুল্মময়।—সিন্ধু ব্রহ্মপুত্র আদি নদ নদী নিকর
আমি বহাই না ক্ষেত্রে গ্রামে বনে? আমি অনুর্ব্বর না হয়—
কিন্তু সুশ্যামল ক্ষেত্র দেখ যত, কে করে উর্ব্বর তাহায়?
আমরা ভিজাই বসুধার ওষ্ঠ—বিদগ্ধ কিরণে রবির,—
নদ নদী দিয়া!—নিজে জীর্ণ, শীর্ণ, শুষ্ক, নিরাহার, স্থবির।
ধ্যানে নব সত্য আবিষ্কার করি' ধরণীরে নিত্য শেখাই ;—
নিজে নিরানন্দ, নিঃসঙ্গ, পড়িয়া দূরে আছি একা একাই।

কর্ত্তব্যের মূর্ত্তি আমরা, জানি না ভক্তি প্রেম দয়া স্নেহে
বার্দ্ধক্যের রেখা আমরা ধরার শ্যামল কোমল দেহে।"

দাঁড়াইয়া থাক ঋষিবর! হেন অনন্তের ধ্যানে মগন,
মৌন হিমাচল! অটল শিখরে স্পর্শিয়া সুনীল গগণ,
হীরককিরীটী! এমনই উজ্জ্বল কনক কিরণে উষার,
শৃঙ্গের উপরে শৃঙ্গ তুলি' গর্ব্বে—তুষার উপরে তুষার।
—কল্লোলিয়া যাক ঘটনার সম পদতলে জলনিধি;
তুমি থাক দৃঢ়, দৃঢ় যেইমত আদি নিয়ম ও বিধি।

দাঁড়াও।

দাঁড়াও সুন্দরি! চক্ষের সম্মুখে, ছায়াবাজিপ্রায়,
এই বিবর্ত্তিত ব্রহ্মাণ্ড জগৎ এসে চলে' যায়;
তার মাঝে তুমি দাঁড়াও সুন্দরি!
একবার দেখি দুটি নেত্র ভরি,'
প্রেমের প্রতিমা, প্রিয়ে, প্রাণেশ্বরি!—
দাঁড়াও হেথায়।

আমি তরঙ্গিত আবর্ত্তসঙ্কুল উন্মত্ত জলধি,
উচ্ছৃঙ্খল;—করি তোমারে সতত নিপীড়ন যদি;
তুমি স্নেহশ্যামা ধরিত্রী!—নীরব,
সহ্যকর; বক্ষ প্রসারিয়া, সব
লাঞ্ছনা, ও অপমান, উপদ্রব,
লহ নিরবধি।

নিষ্ঠুর সংসার স্বার্থপর,—স্বার্থে নিমগ্ন থাকুক ;
তুমি দাও প্রেম, তুমি দাও শান্তি, স্নেহ, এতটুক ;
শূন্য অবসাদে, এস মাথা রাখি
ও কোমল অঙ্কে ; এস চেয়ে থাকি
ও আনত নেত্রে ;—তুমিই একাকী
ফিরায়োনা মুখ।

সব দুঃখ হ'তে সব পাপ হ'তে, অন্তর ফিরাই
তোমা পানে যেন ; সেথা যেন সদা তোমারেই পাই
তব ব্রত হোক, প্রীতিপুণ্যভরা,
ওগো শান্তিময়ী, ওগো শ্রান্তিহরা—
শুধু ভালবাসা, শুধু সহ্য করা,
নীরবে সদাই।

যত অপরাধ, যত অত্যাচার, যাহা করি নাক,
সব কর ক্ষমা ; হাস্যমুখে দেবী তুমি চেয়ে থাক।
পাতকী নারকী আমি যদি হই,
তবু ভালবাস তুমি প্রেমময়ি !
এ অধমে তবু সোহাগে চুম্বয়ি'
বুকে করে' রাখ !

নবদ্বীপ।

গঙ্গাজলাঙ্গী সঙ্গমে নবদ্বীপপুর।

এই খানে গৌরাঙ্গের গম্ভীর মধুর
উঠেছিল সঙ্কীর্ত্তন :— কোথায় অকূল,
বাতোৎক্ষিপ্ত সমুদ্রের সুনীল, বিপুল,
প্রমত্ত, প্রচণ্ড এক তরঙ্গের মত
আসি', ছেয়েছিল বঙ্গদেশ ;—শতশত
আবর্জ্জনাপূর্ণ গৃহাঙ্গন, পথ, মাঠ,
জীর্ণগৃহ, ভগ্নচূড় মন্দির, বিরাট
শ্মশান, বিধৌত করি' তাহার নির্ম্মল
নীল জল রাশি দিয়া ; করিয়া সরল,
অভিনব, সুপবিত্র, স্নিগ্ধ, শান্তিময়,
প্রেমপূর্ণ, ভক্তিনম্র,—মানব হৃদয় ;
কাম, ক্রোধ, দ্বেষ, হিংসা, লোভ, করি' দূর ;
প্রিয়তমে !—এই সেই নবদ্বীপপুর।

আর তাও বলি, এই সেই নবদ্বীপ,
যেইখানে বীর আর্য্যকুলের প্রদীপ
বঙ্গেশ লক্ষ্মণ সেন, প্রবৃত্ত আহারে,
শুনি' সপ্তদশ সেনা উপনীত দ্বারে,
অত্যদ্ভুতপ্রত্যুৎপন্নমতিত্বসহিত,
পশ্চাদ্দ্বার দিয়া, নৌকারূঢ়, পলায়িত,-
একেবারে না চাহিয়া দক্ষিণে ও বামে
দ্রুতবেগে উপনীত বারাণসী ধামে।

বঙ্গের গৌরব এই নবদ্বীপপুর ;
বঙ্গের কলঙ্ক এই নবদ্বীপ।—দূর
করি' সে কলঙ্ক, ধৌত করি' সে অখ্যাতি,
লজ্জার পুরীষপঙ্ক হইতে এ জাতি
উঠাইয়া স্ববলে, গৌরাঙ্গদেব তা'র
শুষ্ক, শূন্য, প্রেমহীন, সামান্য, অসার,
ক্ষুদ্রচিত্তে, জাগাইয়াছিলেন মহতী
আশা ও সান্ত্বনা।—হেথা সেই মহামতি
মাতিয়াছিলেন প্রভু, মানবের হিতে,
প্রমত্ত উদ্দাম এক প্রেমের সঙ্গীতে।

অবিশ্বাস করিতেছ ?—এই ক্ষুদ্র স্থান !
নদীতীরে কাঁচা পাকা বাড়ী কয়খান—
অধিকাংশ চালা ঘর ! ময়লার খনি
শীর্ণ গলি ! ওই সব মিষ্টান্নবিপণি !
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোকানে বিলাতিদ্রব্যঘটা—
লণ্ঠন (তাহার মধ্যে হিঙক্সেরও ক'টা),
জুতা (চটী, বুট, আর বোধ হয় তায়
খুঁজিলে দুজোড় ডসনেরও পাওয়া যায়),
কাঁচি, ছুরি, পেনসিল, পেন, দেশলাই,
ঘাঘরা, পাণ্ট ও টুপি (যা'র যাহা চাই),—
পমেটম, নানাবিধ ফিতের প্যাকেট,
—আর সর্ব্বনাশ !—কুলবালার জ্যাকেট,—
কোথাও চেয়ার, বেঞ্চি, টেবিল, বিলাতি
আলমারি, আয়না, বুরুষ, ছড়ি, ছাতি ;
গৃহাঙ্গনে 'কোপি', আরো দুই এক ঘরে
—হরি হরি !—একি দেখি—মুরগীও চরে !!!

পুরবাসীদেরই হায় একি ব্যবহার !
ধর্ম্ম কর্ম্ম ছাড়ি', করে সুখে নিদ্রাহার ;

ভুলিয়া গৌরাঙ্গদেবে, ভুলিয়া ঈশ্বরে,
গাঁজা, গুলি, তাড়ি খায় ; কেনাবেচা করে
ছেলেপিলে নদীজলে স্নান করে বটে ;
কিন্তু পূজা করা দূরে থাক্, নদীতটে
দন্তসম্মার্জ্জনসহ কেহ ধরিয়াছে
অতীব অশ্লীল গান, যাহা কারো কাছে
বলিতেও লজ্জা করে। কেহ মিথ্যা দ্বন্দ্বে
করিছে চীৎকার। কেহ শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে
রটাইছে কুৎসা, আর মর্দ্দিছে স্বগাত্র ;
(সম্ভব ছেলেটা কোন কলেজের ছাত্র)
কেহ বা পড়িয়া জলে করে সন্তরণ,
কুটিলকটাক্ষসহ স্বল্পাবগুণ্ঠন
খর্ব্ব পীন স্নানরত কুলবধূপ্রতি।
কেহ দূরে কারো সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে অতি
করিছে সুবিস্তৃত কুৎসিৎ আলাপন।
কেহ অর্চ্চনানিরত, মুদ্রিতনয়ন,
বৃদ্ধের পশ্চাতে গিয়া, ভেংচায় তারে,
বক্ষে পাণিযুগ রাখি ; তা'র ব্যবহারে
সম তুষ্ট, কিন্তু ঊনমৌলিক শিশুরা
করে হাস্য ; চমকিয়া চক্ষু মেলি' বুড়া

শিক্ষাদানহেতু তাহাদের পানে ধায়
ক্ষিপ্রতর পদক্ষেপে তাহারা পলায়।

সত্য বটে ; কিন্তু প্রিয়ে, তবু সত্য, এই,
এই সেই নবদ্বীপ ধাম ; এই সেই
তীর্থভূমি ; এই সেই চিরস্মরণীয়,
পঙ্কিল পবিত্র, কুৎসিৎ সুন্দর, প্রিয়
অক্ষয় স্মৃতির মঠ, চির অভিরাম,
—প্রেমের জনমক্ষেত্র—নবদ্বীপ ধাম।
—শ্রীগৌরাঙ্গ যে প্রেমের উন্মত্ত, অধীর,
দুর্নিবার টানে ; কৃষ্ণস্তব্ধরজনীর
অন্ধকারে ; উদ্‌ভ্রান্তচরণক্ষেপে ; ছাড়ি'
মাতা, দারা, পুত্র, বন্ধুবর্গ, ঘরবাড়ি ;
—(যাহা কিছু জগতের প্রিয়, মনোরম,
মনুষ্যের ;—যাহার কারণে করে শ্রম,
বহে দাসত্বের হল ; সহে ক্ষুরধার
শত অপমানজ্বালা ; চাহিয়া যাহার
পানে—একবার শুদ্ধ চাহিয়া কেবল,
ভুলে এই দুঃখরাশি ; এই হলাহল

পান করে হাস্যমুখে, লঘুপ্রাণে, হায় ;)
মনুষ্যের সে আরাধ্য প্রিয় দেবতায়
ঠেলি' ফেলি' পায়ে অনাদরে ; করি' দূর
ফেনিল, অনতিতিক্ত, তীব্র, সুমধুর,
সুরাপাত্র অধর হইতে,—দীনবেশে,
নগ্নপদে, মুণ্ডিতমস্তকে ;—যেন ভেসে
চলিয়াছিলেন কোন্ অজানিত স্রোতে,
বৃন্দাবন পানে ;—এই নবদ্বীপ হ'তে।

বহুদিন পূর্ব্বে, একবার মনে পড়ে,
ভারতসীমান্তে, দূর সুদূর উত্তরে,
শৈলবনচ্ছায়ে, গিরিনির্ঝরপ্রপাতে,
রাজপুত্র এক, ঘন অন্ধকার রাতে,
এইমত, পরিবার পুত্র পরিজন
ত্যাগ করি' ; তুচ্ছ করি' রাজভোগ্য ধন,
রত্নরাশি, গজ, বাজী, প্রাসাদ, বিভব ;
—নিত্য নৃত্যগীত, নিত্য স্তাবকের স্তব,
রমণীর কলহাস্যপূর্ণ অন্তঃপুরে
নিত্য ক্রীড়া, নিত্য ভোগ,—ছুড়ে ফেলি' দূরে ;

হেন পদব্রজে, হেন অধীর, বিনিদ্র,
হেন অনশনে, হেন সামান্য দরিদ্র,
অতি দীনচিত্তে, অতি দীনতম বেশে,
—চলিয়াছিলেন দূর বন্ধুহীন দেশে।

কিন্তু সে বৈরাগ্যভরে ;—জটিল চিন্তার
কঠোরপ্রচ্ছন্নবিষে নিত্য অনিবার
জর্জ্জরিত চিত্তে, ক্ষুব্ধ অশান্ত অন্তরে,
সংশয়ের অঙ্কুশ তাড়নে, শান্তিতরে ;—
মস্তক উপরে ঘোর ঝঞ্ঝা, চারিদিক
অন্ধকার ;—যন্ত্রণায় ক্ষিপ্ত দার্শনিক
ছুটিয়াছিল সে, অন্ধঅধীরআগ্রহে,
অস্থিরআবেগভরে,—কিন্তু প্রেমে নহে।
মানব মাতিয়াছিল শুদ্ধ একবার
এইরূপ অনাবদ্ধ, মত্ত, একাকার,
দুর্নিবার প্রেমে ;—মুগ্ধ ক্ষিপ্ত হরিনামে ;
—আর তাহা শুদ্ধ এই নবদ্বীপ ধামে।

সে দিন এ নবদ্বীপে জীবন্ত জাগ্রত
ছিল মনুষ্যের আত্মা ; নিত্য ও নিয়ত

বাণীর বীণায় মৃদুমধুরঅস্থির
উঠিত ঝঙ্কার—স্বচ্ছ শ্যাম জাহ্নবীর
হিল্লোলকল্লোলসম। বিদ্যার অর্চ্চনা,
শাস্ত্রচর্চ্চা, তর্ক, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা,
স্বাধীন চিন্তার স্রোত, মৃদুল তরঙ্গে
বহেছিল নবদ্বীপে প্রিয়ে তার সঙ্গে,—
অদ্য এই শুষ্ক মরুভূমে। অহরহ
সুদূর প্রয়াগ, কাশী, দাক্ষিণাত্য সহ
বহেছিল ভাবের বাণিজ্য; অবিরত
আসিত বিদ্যার্থী জ্ঞানী, গুণী শত শত,
নদীয়ায়। প্রত্যেক গলিতে, বিদ্যালয়
পান্থশালা ছিল, এই নবদ্বীপময়।

পরে এক দিন এই পণ্ডিত সমাজে;
এই স্মৃতিশ্রুতিন্যায়নীতিচর্চ্চামাঝে;
এই কূট তর্কের আবর্ত্তে;—এক অতি
সুন্দর গৌরাঙ্গ যুবা, ভক্তির মহতী
দুর্দ্দামবন্যার মত, পড়িল আসিয়া,
ভৈরবমধুরস্বনে; দিল ভাসাইয়া,

ভাঙিয়া, বিচূর্ণ করি,'— নিয়ম, আচার,
সমাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি ও প্রথার
পুরাতন জীর্ণ বাঁধ। অমনি অধীর
পূর্ণবিকম্পিতবক্ষে ফিরিল নদীর
প্রবল চিন্তার স্রোত; আসিল উন্মত্ত
উচ্ছৃঙ্খলউপদ্রবে প্রেমের রাজত্ব,
নবযৌবনের মত, কোথা হতে নেমে;
অমনি উঠিল নৃত্য—মহানৃত্য প্রেমে;
আর সেই সঙ্কীর্ত্তন—মধুর মৃদঙ্গে—
সুমধুর হরিনাম, ছাইল এ বঙ্গে।

আর তাও বেশীদিন নয়। কিন্তু হায়
সে আগ্রহ, প্রেমোন্মাদ, সে ধর্ম্ম কোথায়
আজি, প্রিয়তমে?—তাহা বঙ্গভূমি হ'তে
কোথায় গিয়াছে ভাসি' ঘটনার স্রোতে।
তার স্থলে ভাবহীন প্রাণহীন সব
শুনিছনা বৈষ্ণবের শূন্য কলরব?
সেই প্রেমরাশি অদ্য ভিক্ষাব্যবসার
পণ্য মাত্র।—আবার সে কঙ্কাল আচার,

ধর্ম্মের মুখস পরি', বিবেকের শূন্য
সিংহাসনে বসিয়াছে। ধর্ম্ম, নীতি, পুণ্য,
ভক্তি, স্নেহ, দয়া, ন্যায়—বিনম্র লজ্জায়
রক্তিম,—নোয়ায় শির গিয়া, তার পা'য়।
তার স্থলে দীর্ঘ ফোঁটা, দীর্ঘতর শিখা,
গলায় হরির মালা, কৃষ্ণ ও রাধিকা
বেচারির পথে ঘাটে অপমান নিত্য—
ভণ্ডামীর ভাণ্ড, বেশ্যাব্যবসার বিত্ত,
জুড়ি' চৈতন্যেরই সেই পুণ্য বঙ্গধাম।
—অহো কি ধর্ম্মের কি কঠোর পরিণাম!

তবু এই সেই নবদ্বীপ; ধৌত করে
সেই গঙ্গা, সে জলাঙ্গী, আজও ভক্তিভরে,
তার পদরজ। প্রিয়ে, শিরে লও তুলি,
প্রেমে সুপবিত্র আজো তা'র স্বর্ণধূলি:
হোক সে পঙ্কিল আজি,—বিলুপ্তবিভব,
বিহীনসৌন্দর্য্যজ্ঞানপ্রতিভাগৌরব,
তবু চির পুণ্যময় তাহা, স্বর্গসম—
অবনত কর শির—প্রেয়সি, প্রণম।

কুসুমে কণ্টক।

অনেকে লিখিল পদ্য নানাবিধ,—নব্য সদ্যঃ
শিশু হ'তে, অশীতিবর্ষীয়,—
প্রেমের বিষয়ে ;—কিন্তু প্রেমতত্ত্ব এক বিন্দু
বোঝে নাই কেউ, দেখে নিও।
দেখো, যা'রা নব্য দুগ্ধপোষ্যসম, তা'রা মুগ্ধ,
তা'রা শুদ্ধ নারীজাতি খোঁজে ;
হইলে প্রবীণ, শান্ত, প্রণয়ের আদ্যোপান্ত
গাঁজাখুরী, সেটা বেশ বোঝে।
অবশ্য অনেকে বিশ্বময় আছে প্রেমশিষ্য,
শেলি কিম্বা টেনিসনে ভোলে ;
ভাবিয়া দেখিলে চিত্তে প্রণয়ের ইতিবৃত্তে,
পড়ে কিন্তু ভয়ঙ্কর গোলে।

মন্দ্র।

রমণীর মধুরাস্য ; রমণীর কলহাস্য ;
রমণীর মুক্তাদন্তপাঁতি,
পীযূষভাণ্ডাররক্তঅধরের নীচে ; ব্যক্ত
দুটি গণ্ডে কমলের ভাতি ;
সুবঙ্কিম ভ্রূ আকর্ণ ; দুটি চক্ষু পদ্মপর্ণ ;
ভ্রমরসুকৃষ্ণ তারা দুটি,
তাহাতে বৈদ্যুত দৃষ্টি, তাহাতে অমিয়াবৃষ্টি,
সৃষ্টিতে অতুল ; পড়ে লুটি'
বিলম্বিত বেণী পৃষ্ঠে,— সর্পভ্রম হয় দৃষ্টে
কবিদের যাহে, আমি জানি ;
মরাল গ্রীবাটি ; বক্ষ পীন ; আলিঙ্গনদক্ষ
মৃণালসুবাহু দুইখানি ;—
আমি জানি তার মর্ম্ম, আমি জানি, —হা অধর্ম্ম !—
বলিতে সঙ্কোচ হয় মনে ;—
আমি জানি তার সূক্ষ্ম অর্থ, কিন্তু হায় দুঃখ !
সেই নিন্দা উচ্চারি কেমনে ?
হোথা বসি' কবিবর্গ নিজ মনে রচে স্বর্গ,
গড়িছে আকাশে হর্ম্ম্য সবে,—
ধাইবে ধরিয়া যষ্টি ;—তা যা করেন মা ষষ্ঠী—
আজি তাহা বলিতেই হবে !

এই প্রেম, এই ঈপ্সা—শুধু কাম, শুধু লিপ্সা,—
এ শুদ্ধ বিধির বিধি, ভবে
রাখিতে তাঁহার সৃষ্টি ; আর এই রূপবৃষ্টি—
প্রলোভনে বাঁধিতে মানবে।
মনুষ্যের আশা উচ্চ, বৈধ বিধি করি' তুচ্ছ,
আকাশে উঠিতে চায় যদি ;
সেই গদ্যময় মাধ্যাআকর্ষণ করি' বাধ্য
স্ববলে তাহারে, নিরবধি,
সবদম্ভ করি খর্ব্ব, করি চূর্ণ সব গর্ব্ব,
টেনে আনে ধূলায় সবলে।
স্বর্গ আশা থাকি' মর্ত্তে ! —অমৃতের পরিবর্ত্তে
তাই পাই তিক্ত হলাহলে।
যেই স্বপ্ন গড়ি হর্ষে—ঘটনাকঠিনস্পর্শে
টুটে যায় সেই স্বপ্নখানি ;
ভূপৃষ্ঠায় হায় সর্ব্ব ফুরায় প্রেমের পর্ব্ব,
না হ'তে অস্ফুট দুটো বাণী।

তাই এ হতাশা নিত্য বিশ্বময় ; তাই চিত্ত
সুগভীর নিরাশায় কাঁদে ;

নীরস, মলিন, ছিন্নমূল লতাসম, খিন্ন,
নু'য়ে পড়ে শীর্ণ অবসাদে।
আজি যাহা অতিরিক্ত মিষ্ট, কল্য তাহা তিক্ত,
কল্য তাহা কালকূটে ভরা ;
বুঝি শেষে, এ সুবর্ণ ধাতু নহে খাটি স্বর্ণ,
এ পিত্তল শুদ্ধ গিল্টি করা !
যাহা বক্ষে এইমাত্র পুষিয়াছি দিবারাত্র,
গোপনে আদরে রাখিয়াছি ;
বুঝি শেষে তার মূল্য ;—গর্দ্দভের ভারতুল্য
ফেলিতে পারিলে তাহা বাঁচি।
প্রেমপরিণয়ে দ্বন্দ্ব ;—প্রকোষ্ঠে অর্গলে বন্ধ
থাকিতে চাহে না প্রেম ;—সুখে
তুলি পক্ষ নিরুদ্বিগ্ন, টুটি' সর্ব্ব বাধা বিঘ্ন
চলে' যায় শূন্যঅভিমুখে।

হায় মূর্খ ! হায় অন্ধ ! (চরণ শৃঙ্খলে বন্ধ,)
ধুলায় নিলীন মর্ত্ত্যবাসী !—
ভেবেছিলে লতাপুঞ্জে রচিবে প্রণয়কুঞ্জে
ধরাতলে ; পুষ্প রাশি রাশি
ফুটিবে মধুরগন্ধ ; কোকিলের গীতছন্দ
উঠিবে ঝঙ্কারি' ; শ্যামঘন

মন্দ্র।

পল্লবিত অতি স্তব্ধ নিভৃতে, আয়াসলব্ধ
বিশ্রামে, ভুলিবে তীক্ষ্ণ ব্রণ,
বিষম যন্ত্রণা, মজ্জানিহিত দারিদ্র্যলজ্জা,
কুসুম শয্যায় ; মাথা রাখি'—
মদিরাবিভোর চক্ষে, একটি কোমল বক্ষে :—
হা বিধাতা ! শেষে সব ফাঁকি !

রমণীর মুখকান্তি দেবীসম হয় ভ্রান্তি,—
উদ্দাম সঙ্গীত জেগে উঠে
চঞ্চলচরণভঙ্গে ; বিলাসশ্রী অঙ্গে অঙ্গে
তরঙ্গে তরঙ্গে তার ছুটে ;
চুম্বন, চাহনি, হাস্য, বিচিত্রবিভ্রমলাস্য,
দেহবল্লী অনুরাগশ্লথ ;
—ভিতরে মনুষ্যমাত্র ; ও বক্ষেও দিবারাত্র,
ঈর্ষা দ্বেষ মানুষেরই মত।

ভূধর দুরধিগম্য, দূর হতে অতি রম্য,
ধূম্র নীল তুষারকিরীটী—
নিকটে বিকট, শীর্ণ, বন্ধুর, কঙ্করকীর্ণ,
শুষ্ক,—যেন উকীলের চিঠী।

মিলন

(গান)

এস আঁখি ভরে' আজ দেখি হে তোমার
হাসিভরা মুখ খানি ;
এস, শ্রবণ ভরিয়ে শুনি ও মধুর
অধরে মধুর বাণী ;
এস, হৃদয় ভরিয়ে' করি নাথ, তব
পরশনসুধাপান ;
আজি, প্রাণভরে' ভালবাসি' গো, আমার
জুড়াই তাপিত প্রাণ।

বঁধু, জান কি, ছিলাম কত আশা কোরে,
এতদিন পথ চেয়ে' ?
আজি, সে পুণ্যফলে কি পাইলাম স্বর্গ,
তোমারে নিকটে পেয়ে !

আজি তোমারি বিমল কিরণছটায়,
উজল নিখিল ধরা ;
আজি তোমারি মধুর কলকণ্ঠস্বরে,—
গগন সঙ্গীতভরা ;
আজি তোমারি ও অঙ্গ পরশে, আকুল
অধীর পবন চলে ;
আজি ফুটিছে সুগন্ধ ফুল রাশি রাশি
তোমার চরণ তলে।

জানো, ক[illegible]আমি গোপনে হৃদয়ে
বরেছি তো[illegible] প্রভু ?
কত ভেবেছি অভাগী আমি এ জনমে
পাব কি তোমারে কভু ?
কত প্রভাত শিশিরে, সন্ধ্যার সমীরে,
নিশার তিমিরে, জাগি,'
আমি রহিতাম কত উদ্‌ভ্রান্ত হৃদয়ে
তোমার দরশ লাগি'।
শুনি স্তনিত জলদমন্দ্র, চমকিয়া
চাহিতাম তুলি' মুখ ;

দেখি' অরুণউদয় দুরু দুরু করি'
কাঁপিয়া উঠিত বুক ;
কত নবীন বসন্তে শিহরিতাম গো,
তব আগমন গণি' :
কত চাহিতাম, শুনি' কিশলয় দলে
মলয়ের পদধ্বনি।
—আজি সে তুমি আমার, মিটেছে গো সব
প্রাণের বাসনা গুলি ;
আজি জীবন আমার সফলকামনা,
পেয়ে তব পদধুলি।

না না, মিটেনি মিটেনি বাসনা, শুধুই
ভেঙে গেছে তার বাঁধ ;
শুধু ফুটিয়া উঠেছে মুকুলিত মম
প্রাণের সকল সাধ :
শুধু সুধা পেয়ে যেন বাড়িয়াছে ক্ষুধা,
ধন পেয়ে ধন আশা ;
তব পরশে হরষে জেগেছে প্রাণের
ঘুমন্ত এ ভালোবাসা।

যদি পেয়েছি তোমারে প্রাণ ভরে' আজি
ডাকিব 'আমার' বলে' ;
আজি এ কোমল ভুজ বন্ধন দিব গো
পরায়ে তোমার গলে ;
আজি শুনাব নিভৃতে, হৃদয়ে রচিয়া
রেখেছি যে সব গান ;
আজি তোমারে ছাইয়ে দিব, নাথ, দিয়ে
প্রণয়ের অভিধান ;
মম ধরম করম বিকাইব তব
কমলচরণতলে ;
আজি হাসিব কাঁদিব মরিব ডুবি', এ
অগাধজলধিজলে'।

সমুদ্রের প্রতি।

(পুরীতে)

হে সমুদ্র ! আমি আজি এইখানে বসি' তব তীরে,
ঠিক তীরে নয় ; এই সুপ্রশস্ত ঘরের বাহিরে,
বারান্দায়, আরাম আসনে বসি', সুখে, এইক্ষণে,
'দুনিয়াটা মন্দ নয়' এই কথা ভাবিতেছি মনে।
হায় শুদ্ধ অন্নচিন্তা যদি না থাকিত, ও অন্ততঃ
দিবায় ছয়টি ঘণ্টা পরদাস্য না করিতে হ'ত ;

সে আরামাসনে বসি', নাসিকার অগ্রভাগ তুলি',
সংসারকে দেখাইতে পারিতাম জোরে বৃদ্ধাঙ্গুলি ;
ভুলিতাম দেশ, কাল, পাত্র, মর্ম্মদুঃখ শত শত,
ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, সামাজিক মিথ্যা দ্বন্দ্ব যত,
প্রভুর তাড়না, স্ত্রীর অভিমান, সন্তানের রোগ,
ও তা'র আনুষঙ্গিক অন্য অন্য নানা কর্ম্মভোগ।

সত্যটি বলিলে লোকে চটে, তাই চেপে যাই সিন্ধু !
কিন্তু মনুষ্যত্বে আর ভক্তিশ্রদ্ধা নাই একবিন্দু ;
দেখি সকলেই বেশ আপনার আহারটি খোঁজে :
আর সেটা পেতে হয় কি রকমে তাও বেশ বোঝে ;
কার কাছে কতখানি কি রকমে নিতে হয় কেড়ে,
'চেয়ে চিন্তে', 'ধরে' বেঁধে', ফাঁকি দিয়ে, তাও বোঝে 'বেড়ে'।

— না না এ ভাষাটা কিছু বেশী গ্রাম্য হয়ে গেল ঐ হে !
কিন্তু গ্রাম্য কথা গুলো মাঝে মাঝে ভারি লাগসৈ হে !
ভারি অর্থপূর্ণ ;- নয় ?-হে সমুদ্র !—বোলো ভাই, বোলো,
মাফ কোরো কথাগুলো ; অশ্লীলটা না হলেই হোলো ;
তোমার যে প্রাপ্য মান্য তা'র আমি করিব না হানি ;—
যারে যেটা দেয়—সেটা—রত্নাকর ! আমি বেশ জানি।

শোন এক কথা ! তুমি বেড়াইছ সদা কারে খুঁজি' ?
কাহারো যে তক্কা তুমি রাখনাক সেটা বেশ বুঝি ;
কিন্তু তাই বলে' এই তোমার যে—'দিন রাত নাই'—
তর্জ্জনগর্জ্জন আর মত্তখেলা ভাল হচ্ছে ভাই ?
কাহার উপরে ক্রুদ্ধ সেইটেই বল নাহে খুলে ;
কেনধেয়ে আস ঐ শুভ্রফণাফেনরাশি—তুলে ?

ধরণীর উপরে কি ক্রুদ্ধ ? যে সে তব ভার্য্যা হয়ে',
তোমার ও রাক্ষসী স্বভাব ছেড়ে, ধরিছে হৃদয়ে
স্নেহময়ী মাতৃসমা, দীনা সেই, সহিষ্ণু সে নারী,
ধরিছে হৃদয়ে—শস্যফলপুষ্পস্নিগ্ধমিষ্টবারি,
পালিছে সন্তানগুলি ধীরে সযতনে একমনে,
তোমার ও রুক্ষ বক্ষে এত প্রেম সহিবে কেমনে ?

কিম্বা তব স্বেচ্ছাচার প্রেমে বুঝি চায় রোধিবারে :
উত্তালতরঙ্গভঙ্গে, তাই ধাও বিচূর্ণিতে তারে ?
তাই গর্জ্জ দস্যুবর ? ইচ্ছা বুঝি গিয়া তারে গ্রাসো,
ক্ষুধাঅন্ধ হিংস্র জন্তুসম, তাই বুঝি ধেয়ে আসে'
বার বার, বর্ব্বর ! ভাঙিতে তার অসহায় বুকে ?
—এত নির্য্যাতন, সিন্ধু ! তবু যা'র বাণী নাহি মুখে।

শোন। তুমি শুনি যে হে পৃথিবীর তিন পোয়া জুড়ে'
বসে' আছ, তা' কি ভাল ? হাঁ হাঁ, বটে তুমি নও কুড়ে,
সেটা মানি ;—শুদ্ধ ঘুরে' অহোরাত্র বেড়াইছ টো টো,
নির্ব্বিবাদে, বেখরচে, ইউরোপে আফ্রিকায় ছোটো,
তাও জানি। কিন্তু কোন্ কাজে লাগো, যাক্ দেখি শোনা
এত খানি নীল জল রাশি বটে, কিন্তু সব লোনা।

দিনরাত ভাঙ্গো শুধু বিশ্ব জুড়ি' বসুধার তীর ;
বালুরাশি দিয়ে ঢাকো শস্যশ্যামলতা পৃথিবীর ;
ক্রুর সম ঢেকে রাখো গিরিশৃঙ্গ তুঙ্গ কিম্বা ক্ষুদ্র ;
—উপরেতে মোলায়েম, যেন কিছু জানোনা সমুদ্র ;
একটু বাতাসে মত্ত ; ঝটিকায় দেখোনা ত চক্ষে ;
—অভাগা সে জাহাজ, যে সে সময়ে থাকে তব বক্ষে ।

তুমি রত্নগর্ভ ? কিন্তু রাখো রত্নে দুর্গম গহ্বরে ।
তুমি পোষ জল জীবে ? তা'রা কার উপকার করে ?
তুমি ভীমপরাক্রম ? কিন্তু দেখি ব্যক্ত তাহা নাশে ।
তুমি নীলবারিনিধি ?—কিন্তু তা'তে কার যায় আসে ?
কি !—তুমি অপরিসীম ?—আকাশ ত তার চেয়ে বড় ।
ও !—তুমি স্বাধীন ?—তবে আর কি আমার ঘাড়ে চড় !

তুমি যে হে গর্জ্জিছই !—চট কেন ? শোন পারাবার !
দুটো কথা বলি শোনো । তোমার যে ভারি অহঙ্কার !
শোন এক কথা বলি !—দিন রাত করিছ যে শোঁ শোঁ :
তোমার কি কাজ কর্ম্ম নাই ?—আহা চট কেন ? রোসো ।
শুদ্ধ নিন্দাবাদী আমি ? তবে শোনো দুটো স্তুতিবাণী ;—
বলেছি "যা প্রাপ্য মান্য তাহা আমি করিব না হানি ।"

মন্দ্র।

—না না; তুমি ভাঙ্গো বটে; কর চূর্ণ যাহা পুরাতন;
কিন্তু তুমি নবরাজ্য পুনরায় করিছ স্বজন;
ব্যাপ্তিসম, কালসম, স্বজনের বীজমন্ত্রমত,
এক হাতে নাশ তব, এক হাত গঠনে নিরত;
যুগে যুগে বহে' যাও গম্ভীর কল্লোলি, নিরবধি;
ন্যায়সম নিঃসঙ্কোচে নিজ কার্য্য সাধিছ জলধি।

তুমি গর্ব্বী; তুমি অন্ধ; তুমি বীর্য্যমত্ত; তুমি ভীম;
কিন্তু তুমি শান্ত; প্রেমী; তুমি স্নিগ্ধ; নির্ম্মল; অসীম;
অগাধ, অস্থির প্রেমে আসো তুমি বক্ষে ধরণীর,
বিপুল উচ্ছ্বাসে, মত্তবেগে, দৈত্যসম তুমি বীর।
চাহ বক্ষে চাপিতে তাহারে ঘন গাঢ় আলিঙ্গনে;
বুঝ না সে ক্ষীণদেহা অত প্রেম সহিবে কেমনে?

কিম্বা তুমি বুঝি কোন যোগিবর, দূরে একমনা
বিপুল ব্রহ্মাণ্ডে; কোন মহাযোগ করিছ সাধনা;
ধর তব বিশাল হৃদয়ে আকাশের গাঢ়তম
ঘননীলছায়ারাশি যোগিচিত্তে মোক্ষ আশাসম;
কভু তুমি ধ্যানরত, মুদ্রিতনয়ন, স্থির, প্রভু!
সমুত্থিত মুখে তব মেঘমন্দ্রে বেদগান কভু।

দাও অকাতরে নিজ পুণ্য রাশি যাহা বাস্পাকারে,
প্রার্থনায়, উঠি নীলাকাশে, পুনঃ পড়ে শতধারে,
দেবতার বরসম, প্লাবি' নদনদীহ্রদহ্রদি,
জাগাইয়া বসুধার শস্যপুষ্পরাজত্ব, বারিধি!
তুমি কভু বজ্রভাষী; তুমি কভু শান্ত, মৌন, স্থির;
অতল; অপরিমেয়; দিব্য; সৌম্য; উদার; গম্ভীর।

কল্লোলিয়া যাও সিন্ধু! চূর্ণ কর ক্ষুদ্রতার দম্ভ;
ধৌত কর পদপ্রান্তে ভূধরের মহত্ত্বের স্তম্ভ;
সৃষ্টির সে প্রেমান্ধ সঙ্গীত তুমি যুগে যুগে গাও;
—যাও চিরকাল সমভাবে বীর কল্লোলিয়া যাও।

কার দোষ ?

কহিলেন স্বামী—"এ কি অত্যধিক আশা ?
কর্ম্ম হতে শ্রান্তদেহে ক্লান্তপদে ফিরি' গেহে,
ওই হাসি পান করি' মিটাব পিপাসা ;
একি প্রিয়ে বড় বেশী আশা ?
এ শুষ্ক নয়ন' পরে চুম্বিয়া সোহাগভরে,
দিবে শান্তি, দিবে তৃপ্তি, দিবে ভালবাসা ;
একি বড় বেশী আশা ?"

"এত সুখ খায় না গো" কহিলেন প্রিয়া—
"কর্ম্ম হতে শ্রান্তদেহে ক্লান্তপদে ফিরি গেহে !
রেখেছ আর কি তবে মাথাটি কিনিয়া !"
ব্যঙ্গভরে কহিলেন প্রিয়া—
"আমাদের কর্ম্ম নাই ! আমরা বসিয়া খাই !
ঘুমাই সারাটি দিন ঘরে দোর দিয়া ?"
তবে— কহিলেন প্রিয়া।

"তোমরা কি সদা তার লবে প্রতিশোধ ?
স্খলিত চরণে যদি পড়ে' যাই ;—নিরবধি
শত বিঘ্ন বাধা যা'র করে গতিরোধ ;
তোমরা কি ল'বে প্রতিশোধ ?

করি যদি একবার অপমান অত্যাচার
করি যদি অপরাধ আমরা অবোধ ;
তাই লবে প্রতিশোধ ?"

"খুব নেবো।—তোমরা কি ছেড়ে কথা কহ ?
স্খলিত চরণ যদি পড়ে' যাই নিরবধি !
আমাদের দোষ হ'লে—চুপ করে' রহ ?
বড় নাকি ছেড়ে কথা কহ ?
এক হাতে বাজে তালি ?—আমরাই বকি খালি ?
তোমরা নিরীহ জীব—জানো না কলহ !
বড় ছেড়ে কথা কহ ?"

কহিলেন পিতামহী—"হয়ে থাকে বটে ;
আমাদের সময়েও এইরূপ হ'ত সেও,
স্বামী স্ত্রীতে চিরকাল—পুরাণেও রটে ;—
এই রূপই হয়ে থাকে বটে।
তবে যেই রূঢ় কহে তার তত দোষ নহে ;
বেশী দোষ তার ভাই, যে তাহাতে চটে।
—তবে কিনা এরকম হয়ে থাকে বটে।"

স্বপ্নভঙ্গ।

কেন আনিলে আমায় আবার এ মর্ত্ত্যভূমে
ত্রিদিব হইতে ? কেন ভাঙিলে সে মোহঘুমে,
সেই ক্ষুদ্র সুখস্বপ্নে ; দেখাইতে এ কঠিন
এ নীরস দৃশ্য ?

—সেই দিন আর এই দিন ;—
সেই চন্দ্রমুগ্ধ রাত্রি ; সেই কোকিলের গীত ;
সেই পুষ্পবিহসিত রম্য নিস্তব্ধ নিভৃত
কুঞ্জে, স্নিগ্ধ সমীরণ হিল্লোল ; চরণ তলে,
কল্লোলিত নীলসিন্ধু !

আর এই দিনগুলি ;—
এই বিকট চীৎকার ; এই শুষ্ক তপ্তধূলি
নীরস কান্তার ; এই অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাভরা
বিজ্ঞানের কর্ম্মময় অভিশপ্ত শূন্য ধরা ;
—হা নিষ্ঠুর !

বুঝিয়াছি এ আমার নির্ব্বাসন ;
বুঝিয়াছি এই শুদ্ধ সেই মাধ্য আকর্ষণ,
যাহা তুচ্ছ করি' উচ্চে উঠিয়াছিলাম, মূঢ়
আমি ;—সেই আকর্ষণে আবার নিক্ষিপ্ত রূঢ়
নিষ্করুণ মর্ত্তভূমে।

পড়ে গেছে যবনিকা :
সাঙ্গ অভিনয় : সাঙ্গ ক্ষুদ্র মধুর নাটিকা :
সমাপ্ত সাবিত্রীসীতাকৃষ্ণাউপাখ্যানভাগ ;—
উদার গভীর প্রেম : নিঃস্বার্থতা : আত্মত্যাগ
পরহিতব্রতে : সাম্য : সহিষ্ণুতা ; নিত্যজয়
ধর্ম্মের :- সমাপ্ত আজি উপকথা অভিনয়।

এখন উঠেছে যবনিকা দীর্ঘ প্রহসনে ;—
সন্দেহে : ঈর্ষায় : দ্বন্দ্বে : পর-কুৎসা-আলাপনে :
কিরূপে দোকোড়ি আর পাঁচু, দুইজন মিলে
ফাঁকি দিলে সাড়ে পাঁচ শত মুদ্রা, চুণী শীলে ;
কিরূপে জ্যোতির স্ত্রী ও কেদারের ভার্য্যা নিত্য
কলহ করিত ; কেন যোগেন্দ্র বাবুর ভৃত্য
অমূল্য বাবুর ঝির এত প্রিয়পাত্র ;—আর

মতি ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ সোদরের পরিবার,
একান্নবর্ত্তিনীদ্বয়, নিবেদিত কেন স্বীয়
স্বীয় স্বামীসন্নিধানে, রাত্রে নিত্য, নাতিপ্রিয়
ভাষে, কোমল নিখাদে, ঈষদুষ্ণ অশ্রুজলে,—
এরূপ অনেক কথা যা' না বলিলেও চলে,
—মশারির মধ্যে ; কেন প্রত্যহ প্রভাতে মণি
সান্নালের ভার্য্যা, বিধান করিত সর্ম্মাজ্জনী
হতভাগ্য মণির ললাটে, কেন অকস্মাৎ
যদুর বিধবা কন্যা, শশী বড়ালের সাথ,
এক দিন আলোকিত পরিস্কার বুধবারে,
হইল অদৃশ্য কোথা ; সে কথা বর্দ্ধিতাকারে
পরদিন গ্রামময় রাষ্টমাত্র, কার মনে
কি ভাব উদিত ; বৃদ্ধ গোবিন্দ কুক্ষণে, ধরি'
দ্বাদশ বর্ষীয়া এক বালিকা বিবাহ করি',
কি বিপদে পড়ে'ছিল ; চন্দ্রমুখীর বিবাহে
দ্বাবিংশ সহস্র মুদ্রা বরপক্ষ কেন চাহে ;—
—এ সব জটিল প্রশ্ন উদিত ও পরক্ষণে
হয় মীমাংসিত, প্রতিদিন এই প্রহসনে।

কি প্রভেদ ! লীলাময়ী কল্পনার পরিবর্ত্তে
এই দৈনন্দিন গদ্য !—এ প্রভেদ স্বর্গে মর্ত্তে।

হায় সত্য! হা বিজ্ঞান! হা কঠোর! হা নৃশংস!
কাড়িয়া নিয়েছ সব জীবনের সার অংশ;
সুন্দর দেহের মাংস টানিয়া ছিঁড়িয়া, তার
কঙ্কাল রেখেছ খাড়া—শুদ্ধ শুষ্ক সভ্যতার।

হাঁ, মানি, দিয়াছ তুমি সম্ভোগ সামগ্রী নানা;—
বনাত ও মখমলে; পাখা ও বরফে; খানা
রসাল রসনাতৃপ্তিকরী; পুষ্প নিঙাড়িয়া
সুগন্ধ আতর; অন্ধ খনিগর্ত্ত উখাড়িয়া
সমুজ্জ্বল হীরা; মুক্তা সমুদ্রকন্দর হতে;
দিয়াছ সুরম্য রাজপথ; সুকোমল রথে,
হাঁকিয়া যাইতে সেই প্রশস্ত সরল বর্ত্মে,
অনন্ত আরামে; সৌধমন্দিরমণ্ডিতমর্ত্তে
বাঁধিয়া দিয়াছ ক্ষণপ্রভা; মনুষ্যের তরে
রেখেছ বাহকযুগ্ম—বরুণ ও বৈশ্বানরে;
ফুটায়েছ চক্ষু; সুখে দিয়াছ শৃঙ্খলা; সত্য,
এ সব বিলাস, জ্ঞান—সভ্যতা! তোমারি দত্ত!

কিন্তু কোথা অবারিত প্রসারিত সে নিখিল?
কোথায় দিগন্তব্যাপ্ত—গগণ সে ঘননীল?

মন্দ্র।

কোথা সে উদার সিন্ধু ? কোথা হৈম আগমনী
প্রত্যহ উষার ? পুষ্পহাস্য পিককলধ্বনি-
মুখরিত কুঞ্জে ? কোথা সে মুক্ত শ্যামল ক্ষেত্র ?
সে বাতাস প্রেমময় ? সে চন্দ্র ? সে সূর্য্য ?—নেত্র-
প্রীতিকরী সে কৃষক বধূর সলজ্জ প্রীতি ?
সে মাঠে কৃষককণ্ঠে উচ্চসুস্থ গ্রাম্যগীতি ?

পাঠক গিয়াছ ভুলি' মধুর চরিতাবলি
সেই সব পৌরাণিক ? দিয়াছ কি জলাঞ্জলি
ভক্তি, বিশ্বাসে ও স্নেহে ? মহত্বউদারনীতি,
সৌন্দর্য্যগরিমা, পুণ্যকাহিণীর শ্যামস্মৃতি
নির্ব্বাসিতে চাও চিত্ত হতে ?—তবে কিবা কাজ
গাহিয়া সে গান যাহা শুনিবে না। যদি আজ
ওই সব অতীতের, অসত্যের, কল্পনার ;
থাকুক অতীত গর্ভে, তাহা গাহিব না আর ;
এস তবে নন্দলাল স্বদেশহিতৈষী ; আর
রাজাবাহাদুর এস ; এস ধর্ম্মগ্রন্থকার ;
প্রেমের প্রত্যহ গদ্য—"খাসা পাত্র" ; "খাসা পাত্রী" ;
"কশ টাকা" ?—"বেশ বেশ" ;—বিবাহ ও বরযাত্রী,

ফলাহার—প্রণয়ের ছেলেখেলা দিন কত ;
বংশবৃদ্ধি ; দুজনের মুখ ক্রমে দীর্ঘায়ত ;—
যত বর্দ্ধমান সংখ্যা তত দীর্ঘায়ত মুখ ;
প্রেমিকের দাসত্বের কিম্বা ব্যবসার সুখ ;
শ্রম, অর্থ উপার্জ্জন, সংসার পত্তন ; আর
প্রেমিকার রন্ধনের ভাণ্ডারের অধিকার ;
স্বর্ণকার হিসাব, রজকবস্ত্রসংখ্যা পাত ;—
তাড়না, ক্রন্দন, "ও গো শোন" "বেশ ! এত রাত !"

দিব সত্য যত চাহো ;—উনবিংশশতাব্দীর
শেষভাগে সভ্যতার তীব্রালোকে, জানি স্থির
অন্যগান লাগিবে না ভালো !—তবে থাক্ সব,
সে করুণ, সে গম্ভীর, সে সুন্দর গীতরব,
সে গভীর প্রশ্ন ;—সেই জীবনের দুঃখ সুখ,
লুকায়ে নিভৃতে শুদ্ধ এ হৃদয়ে জাগরুক।

কতিপয় ছত্র।

দিন যায়, দিন আসে, নব অনুরাগে
আবার সে জাগে;
বসন্ত চলিয়া যায়, মলয় বাতাসে
আবার সে আসে;
ঘুম আসে ধীরে, ছেয়ে দুটি আঁখি পুটে,
সেই ঘুমও টুটে:
কিন্তু এক রাত্রি আসে ঘনাইয়া—তাহা চিরস্থায়ী
এক শীত আসে তার অবসান নাই;
একটি প্রগাঢ় নিদ্রা আসে,
—আর ভাঙে না সে।

জীবন পথের নবীন পান্থ

১

অনিন্দ্য, পেলব, ক্ষুদ্র অবয়ব ;
অনিন্দ্যসুন্দর কোমল আস্য ;
ক্ষুদ্র কণ্ঠে তোর কলকণ্ঠরব ;
ক্ষুদ্র দন্তে তোর মোহন হাস্য ;
কচি বাহু দুটি প্রসারিয়া, ছুটি'
আসিস্, ঝাঁপিয়া আমার বক্ষে ;
ক্ষুদ্র মুষ্টি তোর ক্ষুদ্র করপুটে ;
দুষ্ট দৃষ্টি তোর উজ্জ্বল চক্ষে ;
ক্ষুদ্র দুটি ওই চরণবিক্ষেপে,
কক্ষ হ'তে কক্ষান্তরে প্রলম্ফ ;
ধরিয়া আমার অঙ্গুলিটি চেপে,
সোপান হইতে সোপানে ঝম্প।

২

আমি স্বপ্রকোষ্ঠে বসি' একা, দূরে
করি শুষ্ক কার্য্য নিবিষ্টচিত্তে ;

তুই এসে সব দিস্ ভেঙ্গে চুরে,
ও মনোমোহন মধুর নৃত্যে:—
ফেলি' উলটিয়া মসীপাত্র, সুখে
লেখনীটি ভাঙি', ধরিয়া দন্তে,
হাতে মসী মাখি', মসী মাখি' মুখে,
পাড়িয়া ছিঁড়িয়া কাগজ গ্রন্থে,
উলটি পালটি সাপটিয়া, রোষে,
ফেলিস্ ছুঁড়িয়া, তুই নৃশংস!
নাদিরের মত, পরম সন্তোষে
চাহিয়া, দেখিস্ স্বকৃত ধ্বংস!

ব্যস্ত হয়ে' ডাকি জননীরে তোর,
"দেখ এসে, মোর স্বর্গের সূত্র
পুত্ররত্ন করে অত্যাচার ঘোর,
—নিয়ে যাও এসে তোমার পুত্র।"
তুই কিন্তু বসি' মেজের উপরে,
নির্ভীক, প্রশান্ত, স্থির ঔদাস্যে;
গান ধরে' দিস, হর্ষে, তারস্বরে;
মুগ্ধ করে' দিস চাহনি হাস্যে;

গলদেশ ধরি', ধরি মোর শিরে
অনতিনিবিড় চিকুরগুচ্ছ ;
উপহাস করি' পিতা জননীরে
বারণ তাড়ন করিয়া তুচ্ছ।

৪

কোথা হ'তে পেলি, বল্ বৎস মোর,
মোর পরিবারে দখলী পাট্টা ?
মায়ের সহিত নিত্য এই জোর ?
বাপের সহিত নিয়ত ঠাট্টা ?
ইঙ্গিতে করিস বিবিধ আদেশে,—
যেন আমি তোর অধীন ভৃত্য ;
পরাভব দেখি,' খল খল হেসে,
করতালি দিয়া, করিস্ নৃত্য !
ও দুর্ব্বল দুটি সুকোমল করে
ভুবনবিজয়ী, কার সাহায্যে ?
উড়ে এসে জুড়ে বসি' বক্ষ'পরে,
কেড়ে কুড়ে নিস প্রেমের রাজ্যে !

৫

করি' দিবসের শুষ্ককার্য্য, হায়
দাসত্বের ধূলি মুছিয়া অঙ্গে,

ফিরি গৃহে, বৎস !—উৎসুক আশায়—
করিব আলাপ তোমার সঙ্গে ;—
বর্ষায় চড়িয়া বক্ষো'পরি, ফিরে',
চাহিয়া শুনিবি জীমূতমন্দ্রে ;
বসন্তে, গাহিবি মলয় সমীরে ;
শরতে, হাসিয়া ডাকিবি চন্দ্রে ;
উচ্চারিবি ধীরে অমিয়সম্ভার
সম্বোধনে, মিষ্ট বচনখণ্ডে ;
শুধু প্রশ্নে দিবি উত্তর কথার ;
দিবি সিক্ত চুমা ভরিয়া গণ্ডে।

৬

ভাঙিবি চূরিবি পাত্রদ্রব্য সব :
দংশিবি নাসিকা; মারিবি পৃষ্ঠে ;
মনুর মস্তিষ্কে, নিত্য, অভিনব
প্রচুর অনিষ্ট করিবি সৃষ্টি।
আমি যদি যাই ধেয়ে পানে তোর,
তাড়া দিতে তোরে এহেন ক্ষেত্রে
অমনি ভৎ´সিবি ভৎ´সনা কঠোর,
ছল ছল দুটি সজল নেত্রে।

অমনি ভুলিয়া সব উপদ্রব,
নাহি করি' আর কোন প্রতীক্ষা,
এ স্নেহ-গদ্গদ বক্ষে তুলে লব,
চুম্বনে চুম্বনে মাগিব ভিক্ষা।

৭

কি বন্ধনে তুই বেঁধেছিস্ মোরে,
এড়াতে পারি না এ চিরদাস্যে ;
কি ক্রন্দনে তুই সর্ব্বজয়ী, ওরে
ক্ষুদ্র বীর ! —ওকি মোহন হাস্যে
করিস আলাপ ; কি ভাষা অস্ফুট
শিখেছিস, ও কি মধুর ছন্দ ;
চরণে কমল, হস্তে মুঠো মুঠো
কমল, আননে কমলগন্ধ ;
নিত্যই নূতন, নিত্যই সুন্দর ;—
সঙ্গীতময় ও চরণভঙ্গে,
বেড়াস্ গৃহের চন্দ্র, প্রিয়বর,
আপনার মনে, আপন রঙ্গে !

৮

দেখেছি সন্ধ্যায়, শান্ত হৈমকরে
রঞ্জিত মেঘের গরিমা দীপ্ত ;

দেখেছি উষায়, নীল সরোবরে
অমল কমল শিশিরলিপ্ত ;
নিদাঘে, নির্ম্মেঘ প্রভাতের ছটা ;
বসন্তের নব শ্যামল কান্তি ;
বর্ষায়, বিদ্যুতে দীর্ণ ঘন-ঘটা ;
শরতে, চন্দ্রের স্বপনভ্রান্তি ;—
এ বিশ্বে সৌন্দর্য্য যেই দিকে চাই,
রাশি রাশি রাশি হয়েছে সৃষ্ট ;
তেমন সৌন্দর্য্য কিন্তু দেখি নাই,
শিশুর হাসিটি যেমন মিষ্ট !

৯

আমরা পতিত, বিশুষ্ক, নিরাশ,
অন্ধকারময় গভীর গর্ত্তে ;
পরী-পদক্ষেপে তুই চলে' যাস্
কিরণময় ও শ্যামল মর্ত্ত্যে ;
গান গেয়ে গেয়ে পাপিয়ার মত,
নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে, নিরবরুদ্ধ
নীলাম্বরে, ঊর্দ্ধ হতে ঊর্দ্ধে, রত,
নিমগ্ন, বিমুগ্ধ, বিভোর, শুদ্ধ

আপন সঙ্গীতে ;   দেখিস কেবল
  দিগন্তবিতান,—সুনীল, শান্ত ;
স্নিগ্ধ সূর্য্যরশ্মি, উদ্ভাসি' নির্ম্মল
  গগন হইতে গগনপ্রান্ত !

১০

আমরা পড়িয়া রহি পদতলে:—
  মলিন, নিলীন ধূলায়, ত্যক্ত,
দ্বন্দ্বরত, মগ্ন মিথ্যাকোলাহলে,
  ভীত, শীর্ণ, ব্যগ্র, বিষয়াসক্ত।
এইরূপে দিন চলে' যায় ধীরে,
  ক্রমে ঘনাইয়া আসে সে রাত্রি,-
থমকি' দাঁড়ায় যে ঘন তিমিরে
  সকল পথিক, সকল যাত্রী।—
আমাদের লীলা সাঙ্গ হয়ে যায়,
  এখন তুই রে, মধুর, কান্ত !
প্রিয়তম ! তুই নেচে নেচে আয়,
  জীবন-পথের নবীন পান্থ !

আশীর্ব্বাদ

আজি পূর্ণ ব্রত।
বালিকা জীবনে তুই নিত্য ও নিয়ত
যে কামনা যে অর্চ্চনা যে ধ্যান-নিরত
ছিলি ;—শত
উদ্বেগ, আশঙ্কা, আশা আকাশকুসুম ; শিশুজীবনের শত
সাধ, ভাঙ্গা গড়া কত, কত ইচ্ছা অসঙ্গত ;
আজি তাহা পরিণত
দৃশ্য স্পৃশ্যফলে ; আজি শান্ত সে বাসনা অসংযত ;
বালিকার একান্ত সাধনা সেই পতি মনোমত।
আজি তোর পূর্ণ সেই ব্রত।

আজি এই কোলাহলে;
এ উৎসবে এ আনন্দরবে ; এই পুষ্প পরিমলে
এ মঙ্গলবাদ্যে ; এই চন্দ্রাতপতলে,
পশিছ, জানিও, এক সুপবিত্র মন্দিরে বিমলে!
পূর্ব্বজন্মকৃত পুণ্যফলে।
—আজি, শান্তিজলে
পবিত্রে! দাঁড়াও, নারীজীবনের এই সন্ধিস্থলে;
আমি আশীর্ব্বাদ করি শান্তি ও কুশলে
থাক পরিণীতে! পতি সখী ও সচিব হও—আর সুমঙ্গলে!
ধন্য হও নিজপুণ্যবলে।

উদ্বোধন।

১

এসেছিলে তুমি
বসন্তের মত মনোহর
প্রাবৃটের নবস্নিগ্ধ ঘন সম প্রিয়।
এসেছিলে তুমি
শুধু উজলিতে ; স্বর্গীয়,
সুন্দর !
কভু ভাবি মনে,
তুমি নও শীত
ধরণীর ;
কোন সূর্য্যালোক হতে এসে'ছিলে নেমে'
এক বিন্দু কিরণ শিশির ;
শুধু গাথা—গীত,
আলোক ও প্রেমে ;
লালিত ললিত এক অমর স্বপনে।

২

আগে যেন কোথা ভাল দেখিছি তোমারে—
কোথা বল দেখি?
মর্ম্মর প্রতিমা এক 'টাইবার' ধারে
দেখেছিনু;—সেকি তুমি?
অথবা সে
তুমিই দিব্যালোকে দেবি আলোকি' ছিলে কি
রাফেলের প্রাণে,
যবে তাহা সহসা-উল্লাসে
বিকশিত হয়েছিল "কুমারী" বয়ানে?
কিম্বা শুনেছিনু বনলতা-
শকুন্তলাফুলময় কথা
কালিদাসমুখে, মনে পড়ে।—সে কি তুমি?

৩

হাঁ তুমিই বটে।
কিন্তু আসিয়াছ সত্য ও সুন্দরতম
আজি তুমি, আমার নিকটে
আসনি আজি সে বেশ পরি';—
মর্ম্মরে, সংগীতময় বর্ণে, কবিতার
স্কন্ধে ভর দিয়া।—

মন্দ্র।

এসেছ ঢাকিয়া
মাংসের শরীরে আজি সোদ্বেগ তোমার
জীবন্ত হৃদয় ;
—নয় কল্পিত সৌন্দর্য্যে ; নয়
কবির নয়নে দেখা—পরীস্বপ্ন সম ;
এসেছ প্রত্যক্ষ, স্বীয় দেবীরূপ ধরি'।

৪

আরো ;—সে মধুরে
ছিল না জীবন যেন। অতীব সুন্দর মুখখানি ;
কিন্তু যেন চক্ষু দুটি চাহিয়া রহিত কোথা' দূরে।
তখন কি জানি,
কিরূপ সে যেন উদাসীন, চাহিত হৃদয়হীন প্রাণে।
চাহিত না অর্থপূর্ণ হেন মোর পানে।
তখন নক্ষত্র সম ছিলে দূরস্থায়ী !
তখন সৌন্দর্য্যে এসেছিলে, 'প্রেমে' আস নাই।

৫

কিন্তু আজি যৌবনসোদ্যম ;
প্রভাতশিশির-
সম স্নিগ্ধ ; বীণাধ্বনিসম
স্বর্গীয় ; বিশ্বাসসম স্থির ;

গাঢ়, নীল আকাশের মত ;—
সে, দৃঢ়নির্ভরপ্রেমে মোরই পানে নত।

আহা—
যদি কোন মন্ত্রবলে সুন্দর ধরণী
হইত আবদ্ধ এক স্বরে ;
যদি অপ্সরার সংমিলিত গীতধ্বনি
হ'ত সত্য ; নৈশনীলাম্বরে
প্রত্যেক নক্ষত্র যদি প্রাণোন্মাদী সুর
হইত ; অথবা যদি হেম
সন্ধ্যাকাশ অকস্মাৎ একটি দিগন্তব্যাপী হইত ঝঙ্কার ;
হইত আশ্চর্য্য তাহা ;
কিন্তু হইত না অর্দ্ধমধুরসংগীত তা'র,
যেমতি মধুর
স্বপ্নময়, কুহুময় 'প্রেম'।

নববধু।

বাপের বাড়ি এলাম ছাড়ি', যখন অতি শিশু ;
মায়ের কাছে শুতাম যবে, করিত কোলে বিশু ;
ভায়ের সনে বিবাদ করি', সইর সনে খেলা,
হাসির মত, স্রোতের মত, কাটিত যবে বেলা ;
স্বাধীন ভাবে বেড়াইতাম আপন গৃহে ভুলি',
কাননে, মাঠে, পথে ও ঘাটে, মাখিয়া গায়ে ধূলি ;
জুঠিত যবে গাছের তলে' পাড়ার মেয়ে ছেলে ;
অপার সুখে কাটিত বেলা কতই খেলা খেলে ;
যেতাম যবে তুলিতে চাঁপা, খাইতে ফুলমধু ;
—চলিয়া গেল সেদিন, আমি হ'লাম নববধূ।

একদা শেষ নিশীথে জাগি,' অর্দ্ধঘুমঘোরে
বাবার মা'র তর্করবে ভাঙ্গিল ঘুম ভোরে।
তখন মাঘ, সকাল বেলা, বিশেষ তাড়াতাড়ি
উঠিতে বড় ইচ্ছা নাই লেপের মায়া ছাড়ি' ;

শুনিলাম যে কহেন মাতা—"হইল মেয়ে বড়,—
এখন তবে পাত্র দেখ, একটা কিছু কর।"
কহেন পিতা—"এত কি বেশী হয়েছে বড় মেয়ে ?"
কহেন মাতা—"তুমি কি জানো ? তুমি কি দেখ চেয়ে ?
সারাটি দিন বাহিরে থাকো, খেলিছ গিয়ে দাবা,
আমিই বসে' পাহারা দেই"; কহেন তবে বাবা—
সে কি গৃহিণী ? "মেয়েত মোটে পড়েছে এই দশে ;
কাহার ক্ষতি করিছে ? হেসে খেলেই বেড়ায় সে ;
থাকনা কেন বছর দুই।" জননী ক্রোধে তবে
শয্যা ছাড়ি', গাত্র ঝাড়ি', কহেন ঘোররবে
ঝঙ্কারিয়া,—"তোমার মেয়ে—আচ্ছা, বেশ, থাকো ;
কাটিতে হয় কাটো, কিম্বা রাখিতে হয় রাখো ;
আমার ভারি দায়টি ! আমি সহিতে নারি তবে
লোকের এই গঞ্জনাটি ;—তা' যা' হ'বার হবে ;
আমিত হেথা টিকিতে নাহি পারিব, যথা তথা
চলিয়া যাই, খরচ দাও—এ বেশ সোজা কথা।"
কহেন বাবা—"কথাটি তুমি ভাবিছ সোজা যত,
তত সে সোজা নহে, গৃহিনী, নহে সে সোজা তত ;
বাপের বাড়ি চলিয়া যাও, নাহিক তাহে মানা,
যথায় খুসী চলিয়া যাবে ?—অবাককারখানা !

—ছাড়িয়া যাবে কিরূপে তুমি, বুঝিতে নারি আমি,
সোণার ছেলে, সোণার মেয়ে, সোণার হেন স্বামী ;
কেবল স্বামী নয় সে প্রিয়ে—বলিলে নাহি ক্ষতি,—
পুরু'ত ডেকে দুর্ব্বা দিয়ে বিবাহ করা পতি ?"
কহেন মাতা—"যাবোই যাবো।" কহেন পিতা—"বটে ?
যাওনা যদি আমার সনে তোমার নাহি পটে ;
গর্ব্ব ভারি !—চলিয়া তুমি গেলেই সব মাটি !
চলিয়া গেলে অন্ধকার হইবে মোর বাটী !
চলিয়া গেলে, বিরহে আমি—হয়ত তুমি ভাবো,—
তোমার তরে—হতাশ হয়ে' পাগল হয়ে' যাবো !
কাঁদিয়া পথে ফিরিব শুধু, পৃথিবীময় চলে',
কোথায় প্রিয়া কোথায় প্রিয়া কোথায় প্রিয়া বলে' !
যাবেত যাও, নিত্য ভয় দেখাও কেন সদা ?
মারোনা কোপ, এরূপ কেন জবাই করে' বধা ?

অনেক কথা হইল পরে, নাহিক মনে দিদি,
কান্নাকাটি, ঝগড়াঝাঁটি,—কলহ যথাবিধি।
পরের দিন, মুখটি ভার করিয়া, মা ও মাসি
গোছান যত গহনা আর বস্ত্র রাশি রাশি ;

মন্দ্র।

জনক মোর, আহার পরে, লইয়া হাতে লাঠি,
গেলেন চলে', রাত্রে নাহি ফিরেন নিজ বাটি।
দুদিন পরে বম্বে ট্রেনে এলেন তবে মামা,
এলেন মাতা, এলেন পিতা ;—হইল স্থলোনামা-
বৈশাখে কি জ্যৈষ্ঠে, হয় প্রলয় যদি ভবে,
পাত্র দেখে একটা মোর বিয়ে দিতেই হবে।

—সে রাতি বড় সুখের রাতি ! আমার বিয়ে দিতে
মাথার 'পরে ন'বৎ বাজে সাহানা রাগিণীতে ;
পাড়ার যত গৃহিণীদল জুটিল এসে তবে,
ভরিয়া গেল ভিতর বাড়ি তাদের কলরবে !
কেহবা বলে "ময়দা কৈ ?" কেহবা ডাকে "শশী" !
কেহবা কহে "কোথায় জল ?" "কোথায় বারাণসী ?"
"সিঁদুর ?"—"আহা বাদ্যটাকে বাজাতে বল রাজু" ;
কেহবা কহে "তাবিজ কৈ ? জসম কৈ ? বাজু ?"
বাহিরে গোল—"গেলাস কৈ ?" "কর্ত্তা কৈ ?" "কেন ?"
"করো না চুপ্" ! "মিষ্টি কৈ ?" "বৃষ্টি হবে যেন !"
"আরে ও মতি ভেড়ের ভেড়ে !"—"চেঁচাও কেন দাদা ?"
"ফরাস বিছা" ; "সরিয়ে রাখ্ পাতার এই গাদা ;"

"তামাক কৈ ?" "আনছে, খুড়ো থামাও না এ গোলে" ;
"এখনো বর এলো না !"—"আগা এই যে এলো বলে' !"

অমনি দূরে বাজনা বাজে প্রবল ঘন রবে,
হৃদয়খানি উঠিল নাচি' পুলকে মোর তবে ;
নেত্রপথে উদিত হ'ল আলোক সারি সারি,
কতই লোক কতই গাড়ি—গণিতে নাহি পারি ;
লোহিত এক হাওদা 'পরে, কেন্দ্র তার মাঝে,
মুকুট শিরে, ভূষিত তনু লোহিত নব সাজে,
আমার বর—দেবতা মোর—আমার ভাবী পতি,
সুখদুঃখবিধাতা মোর, চিরজীবনগতি !

সে রাতি বড় সুখের রাতি ;—শঙ্খ হুলুরবে
সসম্মানে পতিরে মোর আহ্বানিল সবে ;
আসিল এক জনতা ঘন বাহিরে, দলে দলে,
মিশিয়া গেল বাঁশির তান হর্ষকোলাহলে।

তাহার পরে সাজা'তে মোরে বসিল পুরনারী ;
খেলার সাথী বন্ধু সবে ঘেরিয়া, সারি সারি ;
তাহার মাঝে কেন্দ্র আমি, যেন রাণীর মত ;
আমার 'পরে হিংসাভরে সকল আঁখি নত।

মন্দ্র।

—নারীর পোড়া জীবনে এই একটি দিন তবু
সুখের বড়! এ হেন দিন আসে না আর কভু।

আসিলে বর ভিতরে, সবে যেখানে যা'রা ছিল,
করিল ঘন শঙ্খরব, উচ্চ হুলু দিল;
তাহার পরে বন্ধন সে সপ্তপাকছলে;
চারিচক্ষুসম্মিলন আচ্ছাদনতলে;
ধূপ ও ধূনা, মন্ত্রপাঠ; হোমদূর্ব্বাধানে,
অগ্নিদেবে সাক্ষী করি' সভার মাঝখানে,
হইল পরে—বর্ণনা কি করব আর দিদি,
সে মধুরাতি, মোদের সেই বিবাহ যথাবিধি।

পরের দিন, বিদায় যবে নিলাম এই ভবে
মাতার কাছে পিতার কাছে স্বজন কাছে তবে,
দিলাম শোধি' পিতার ঋণ কড়ি ও ধান দিয়ে,
সহসা মনে প্রশ্ন মোর উঠিল—এই বিয়ে?
আটটি মাস জঠরে যার গঠিত এই দেহ,
বর্দ্ধিত এ দীর্ঘকাল পাইয়া যাঁর স্নেহ,
আজিকে সেই মাতার সেই পিতার কাছ ছাড়ি',
কোথায় আজি, কাহার সনে, চলেছি কার বাড়ি?

চিনিনা যা'রে, দেখেনি যা'রে, শুনেনি নাম কভু,
তিনি আমার দেবতা আজি ? তিনি আমার প্রভু ?
তাঁহার সনে চলিয়া যাবো ? ছাড়িয়া যাবো পিছু,
এ ছার নারীজীবনে ছিল মধুর যাহা কিছু ?

সে দিন বড় দুখের দিন, কাঁদেন পিতা এসে,
কাঁদেন মাতা ; অশ্রুসনে অশ্রুজল মেশে ;
খেলার মোর সাথীরা এসে দাঁড়ায় সারি সারি,
সবার মুখ মলিন—কেন বলিতে নাহি পারি ;
ভাবিছে যেন চলিয়া আমি যেতেছি বনবাসে ;
নয়নে মোর সহসা গেল ভরিয়া জলরাশি ;
ভাবিলাম যে আমার মত দুঃখী নহে কেহ,
রহিল সব, আমিই ছেড়ে চলেছি নিজ গেহ ;
কহেন পিতা—"শঙ্কা কি মা ? দুদিন পরে গিয়ে
আসিবে লোকে আবার তোরে বাপের বাড়ি নিয়ে ;
বিয়ের পরে শ্বশুর বাড়ি যাইতে হয়" ; চুমি'
কহেন মাতা—"মানিক মেয়ে লক্ষ্মী মেয়ে তুমি !"
গেলাম চলে', নিঃসহায়, পতির সনে তবে,
পতির গৃহে, ভাবিয়া "পরে যাহা হবার হবে।"

তাহার পরে শ্বশুর ঘরে, কাহারে নাহি জানি—
বেড়াই গুরুজনের মাঝে ঘোমটা শিরে টানি' ;
দেখিয়া যায় ঘোমটা খুলি' প্রতিবেশিনী যত,
নীরবে রহি দাঁড়ায়ে, করি' নয়ন অবনত ;
—কেহবা কহে 'দিব্যি বৌ', কেহবা কহে 'ভালো',
কেহবা কহে 'মন্দ নহে', কেহবা কহে 'কালো' ;
চলিয়া যায় বিবিধ সমালোচনা করি' হেন,
আমি একটা নূতন কেনা ঘোড়া কি গরু যেন!
নিয়ত গুরুজনের সেবানিরত আমি ভয়ে,
আদর, মৃদুতাড়না পাই তাহার বিনিময়ে ;
—পরের ঘর আপন করা, পরের মন নত,
নব বঙ্গবধূর মহা কঠিন সে' ব্রত।

—কোথায় সেই পথের ধার ! কোথায় সেই ধূলি !
কোথায় সেই আম্রবন ! খেলার সাথীগুলি !
কোথায় ফল পাড়িয়া দিতে ভাইরে ধরে' সাধা !
বিনা কারণে মায়ের সেই আঁচল ধরে' কাঁদা !
সন্ধ্যা হ'লে হাম্বারবে আসিত ফিরে গাভী !
কোথায় সেই মুক্তবায়ু !—এখন তাই ভাবি'।

ক্রমশ দিন চলিয়া গেল সন্দেহে ও ভয়ে,
কাটিয়া গেল ভাবনা ভীতি নিকট পরিচয়ে ;
বুঝিলাম যে আমার পতি, আমার সখা তিনি,
ভুবন 'পরে এমন আর কাহারে নাহি চিনি ;
পেয়েছি বটে মাতার প্রেম, পিতার এত স্নেহ,
বুঝেছি আমি এমন আর আপন নহে কেহ ;
পুরাজনমে তাঁহারি ধ্যান করেছি বলে' জানি ;
পরজনমে তাঁহারে মোর দেবতা বলে' মানি ;
এ দেহ মন দিয়াছি আমি তাঁহার পদে সঁপি',
জীবনে যেন মরণে যেন তাঁহারি নাম জপি।

সরলা ও সরোজ।

সরলা সরোজ দুজনায় ছিল
এ আঁধার পাড়া করিয়া আলো
দুজনায় ছিল দুজনে মগন,
এমনি দুজনে বাসিত ভালো।
দুজনে দুজনে করিত খেলা ;
বেড়াত দুজনে প্রভাত বেলা ;
হাত ধরাধরি, কাননে, মাঠে,
ঘুরিয়া বেড়াত, পথে ও ঘাটে ;
গাইত কখন হরষ ভরে,
ধ্বনিয়া কানন মিলিত স্বরে।

বরিষার কালে একদা দুজনে
বেড়াইতে গেল নদীর কূলে ;

ভেসে যায় পদ্ম ; কহিল সরলা—
“এনে দাও ফুল, পরিব চুলে”
ঝাঁপিয়া সরোজ পড়িল স্রোতে,
আনিতে সরোজে লহরী হ’তে ;
স্রোতে সে কুসুম ভাসিয়া যায়,
বহুদূর গিয়া ধরিল তায় ;
ফিরিতে চাহিল নদীর ধার,
অবশ শরীর এলনা আর ।

কহিল সরোজ—“সরলা” “সরলা”—
অধরে কথা না সরিল আর ;
ডুবিল সরোজ, দেখিল সরলা,
মূরছি পড়িল নদীর ধার ।
—সরলা চলিয়া গিয়াছে দূরে,
ধনীর গৃহিণী অবনীপুরে ;
পালিছে আপন সন্তানগুলি,
সরোজে তাহার গিয়াছে ভুলি’ ;
মাঝে মাঝে হৃদে ভাসিয়া যায়,
কে যেন সরোজ স্বপন প্রায় ।

এই ভাঙা বাড়ি সরোজের ঘর
ছিল এই ছোট উঠানমাঝ ;
বাড়ির উপরে উঠেছে অশ্বত্থ ;
উঠানে জঙ্গল জনমে আজ।
কতদিন এই উঠান 'পরে,
সরোজের হাত সাদরে ধরে',
কহেছে সরলা সরোজে 'তারি',
"তোরে কি সরোজ ভুলিতে পারি!"
সরলার আজ মুকুতা গলে,
সরোজ—আজ সে অতল জলে।

বাইরণের উদ্দেশে।

হে কবি! গাহিয়াছিলে শতবর্ষ পূর্ব্বে তুমি, মিষ্ট তারস্বরে,
ইংলণ্ডের উপকূলে; শতবর্ষপরে আজি, দূর দেশান্তরে,
ভারতের শ্যামল সন্তান, সেই গীত শুনি', মুগ্ধ, কুতূহলী,
তোমার চরণতলে দিতেছে বিস্মিতমুগ্ধভক্তিপুষ্পাঞ্জলি।

২

উঠনি জ্যোৎস্নার মত তুমি;—উঠেছিলে তীব্র বিদ্যুতের ছটা
প্রাবৃট আকাশে; চতুর্দ্দিকে তব, ঘোরকুৎসাকৃষ্ণঘনঘটা
তোমারে ঘেরিয়াছিল; তুমি চালাইয়াছিলে তব রশ্মিরথ
তাহার উপর দিয়া, করিয়া চকিত স্তব্ধ বিস্মিত জগৎ।
তুমি গাহ নাই গীত, বসন্তের পিক সম ললিত উচ্ছ্বাসে,
কুঞ্জবনে; গেয়েছিলে তুমি কবি, পাপিয়ার মত নীলাকাশে,
প্রবল মধুর স্বনে। তোমার সঙ্গীত একাকী ইংলণ্ড নহে,
আয়ার্লণ্ড, স্কটলণ্ড, ফরাস, জর্ম্মণী, রোম, বিমুগ্ধ বিস্ময়ে
শুনে'ছিল তাহা; আর যে যেখানে ছিল, করি' তব কাব্যপাঠ,—
তোমারে মানিয়াছিল, এক বাক্যে সবে, কাব্যজগতে সম্রাট।

৩

তোমার কবিত্বরাজ্য সমুদ্রের মত।—তুমি কভু উপহাস
করিয়াছ ; কভু ব্যঙ্গ ; কভু ঘৃণা ; ফেলিয়াছ বিষাদ নিঃশ্বাস
কভু ; কভু অনুতাপ ; গম্ভীর গর্জ্জন কভু ; কভু তিরস্কার ;
আগ্নেয় গিরির মত দ্রবীভূত জ্বালা কভু করে'ছ উদ্গার ;
কভু প্রকৃতির উপাসনা, যোড়করে, ক্ষুদ্র বালকের প্রায় ;
পরের দেশের জন্য জ্বলিয়াছ কভু তীব্রমর্ম্মবেদনায়।

৪

ছিল তব নিন্দাবাদী।—তুমি হ্যানিবাল সম স্বীয় দুর্নিবার
বিক্রমে করিয়া তা'রে পরাস্ত, স্থাপিয়াছিলে রাজ্য আপনার।
গিয়াছিলে চলি' তুমি, প্রবল ঝঞ্ঝার মত, উড়াইয়া ধূলি—
প্রচণ্ড নিঃশ্বাসে চূর্ণ করি' হর্ম্ম্য, লতা গুল্ম বিটপি উন্মূলি'।
ছিল তব নিন্দাবাদী। কহিয়াছে তা'রা তুমি নিরীশ্বর, আর
মানব বিদ্বেষী, গাঢ় দুর্নিতিকলুষপ্লুত চরিত্র তোমার।
মানি সব। কিন্তু সেই নিন্দাবাদী, সম অবস্থায়, কয়জন
হইতে পারিত সাধু ? কয়জন পেয়েছিল ও উন্নত মন,
ও অপরিমেয় তেজ ? কয়জন পারিত বা অপরের তরে
স্বীয় অর্থ, অবসর, স্বাস্থ্য, পরে নিজ প্রাণ, দিতে অকাতরে
দিয়াছিলে, কবিবর! পতিত গ্রীসের জন্য যেইরূপ তুমি ?
—কয়জন পূজা করে হেন গাঢ়ভক্তিভরে নিজ জন্মভূমি ?

তুমি ধনী, মান্য, যুবা, কন্দর্পের মত দিব্য, সুন্দর ; সকলি,
অক্ষুণ্ণ উদার চিত্তে, সর্বৈব গ্রীসের পদে দিয়াছিলে বলি।

৫

হাঁ নাস্তিক তুমি। কেন ?—মানো নাই
শিশু সম গুরুবাক্যবলি',
অথবা সমাজ ভয়ে, ব্রহ্মে স্বতঃসিদ্ধবৎ ; কুসংস্কার দলি'
নির্ভয়ে সবলে, তুমি করিতে চাহিয়াছিলে ঈশ্বরে প্রত্যক্ষ,
স্পর্শ, অনুভব, চিত্তে ; বিবেক সহায় মাত্র, সত্য তব লক্ষ্য।
নির্লজ্জ লম্পট তুমি ? —পত্নী তব পতিদ্বেষী : হেন ক্ষমাহীন,
পতিত চরণে যবে মার্জ্জনা চাহিছে পতি, তথাপি কঠিন !
মানব বিদ্বেষী তুমি ? —সমাজ তোমার প্রতি, নিত্য অহরহ
করিয়াছে অত্যাচার ; তুমি ত মনুষ্য মাত্র, যীশুখ্রীষ্ট নহ।

৬

অতি সত্য কথা তুমি বলিয়াছিলে, হে কবি !—সর্ব্বব্যবসাই
শিক্ষাসাধ্য ; আছে একটি ব্যবসা যাহে শিক্ষা প্রয়োজন নাই ;
মূর্খ হইলেও চলে—সে সমালোচনা। অন্য সুবিধাটি তা'র —
আছে তা'র চিরস্বত্ব, যত ইচ্ছা, মিথ্যাকথা করিতে প্রচার।

৭

নিন্দাবাদ অতীব সহজ। কা'রে করা উপহাস, কিম্বা তুচ্ছ :
অপাঙ্গে কটাক্ষ করা ; ওষ্ঠপ্রান্ত বক্র করা ; স্কন্ধ করা উচ্চ :

বিজ্ঞভাবে শিরঃ সঞ্চালন করা,—যেন নিজে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু!
পাপের মোহানা দিয়ে যান নাই, তার ছায়া মাড়ান নি' কভু।

৮

সে হিসাবে এ সংসারে কয়জন পাপী? বিশ্ব সাধুত্বেই ভরা!
সাধু পঞ্চবিধ।—এক সাধু, যিনি অত্যাবধি পড়েন নি ধরা';
দুই, ব্যবসায় সাধু; তিন, ভয়ে সাধু; চার সাধু, পৃথিবীতে,
আলস্যে, অনবসরে; পাঁচ (সত্য সাধু যিনি), সমাজের হিতে।

৯

ইহাতেই মনুষ্যত্ব, মহত্ব! নহিলে আপনারে কোন মতে
বাঁচাইয়া, এই ষষ্ঠি বর্ষ মাত্র, পিনাল কোডের ধারা হ'তে
জীবন ধারণ করা ধর্ম্ম নহে। পরকাল ভয়ে, নিন্দা ভয়ে,
ব্যয়ভয়ে, সসঙ্কোচে, নিশ্চল নির্জ্জীব থাকা,—তাহা ধর্ম্ম নহে!
আপনায় প্রবেষ্টিত আপনি, নিরুদ্ধবৎ উদ্ভিদের মত,
জীবন ধারণ করা ধর্ম্ম নহে!—নাহি যার পরহিতব্রত,
হোক না সে নিষ্পাপ, সে জীবনের উদ্দেশ্য কি আছে?
সংসারের কিবা যায় আসে, সে নিরীহ জীব মরে কিম্বা বাঁচে?

১০

দাও পুণ্য দাও পাপ পরমেশ! এই ক্ষুদ্র জীবনে আমার।
দাও সুখ, দাও দুঃখ, এ হৃদয়ে। দাও জ্যোতি দাও অন্ধকার।

নিষ্পাপ, নিষ্পুণ্য, শক্তিহীন করি', রাখিও না এ বিশ্বে আমারে।
রাখিও না এ জীবনে নির্ব্বিকারদ্যুতিহীনশূন্যএকাকারে ;
দাও স্বাস্থ্য দাও ব্যাধি; জড়জীব করি' মোরে দিওনাক রাখি'।
দাও শস্য দাও গুল্ম ; শুষ্ক তপ্ত বালুকায় রাখিওনা ঢাকি'।
—ব্রহ্মাণ্ডে রহে না মিথ্যা, রহে সত্য ; রহেনাক পাপ, রহে পুণ্য ;
মিথ্যার নিশীথ দিয়া, সত্যের দিবায়, চলে জগৎ অক্ষুণ্ণ।
প্রলয়ের মধ্য দিয়া, এইরূপে নরজাতি হয় অগ্রসর—
যুগ হ'তে সভ্যতর যুগে ; ধ্বংস দিয়া, জন্ম হ'তে জন্মান্তর।

জাতীয় সঙ্গীত

বিশ্বমাঝে নিঃস্ব মোরা, অধম ধূলি চেয়ে ;
চৌদ্দ শত পুরুষ আছি পরের জুতা খেয়ে ;
তথাপি ধাই মানের লাগি'   ধরণী মাঝে ভিক্ষা মাগি' !
নিজ মহিমা দেশবিদেশে বেড়াই গেয়ে গেয়ে !
বিশ্বমাঝে নিঃস্ব মোরা, অধম ধূলি চেয়ে।

২

লজ্জা নাই ! 'আর্য্য' বলি' চেঁচাই হাসিমুখে !
সুখে বলি তা', বাজে যে কথা বজ্রসম বুকে ;
ছিলাম বা কি হয়েছি এ কি ! সে কথা নাহি ভাবিয়া দেখি ;
নিজের দোষ দেখালে কেহ মারিতে যাই ধেয়ে !
বিশ্বমাঝে নিঃস্ব মোরা, অধম ধূলি চেয়ে।

মন্দ্র।

৩

কেহই এত মূর্খ নয়; সবাই বোঝে, জেনো,
হাজারি 'গীতা' পড়, তুমিও পয়সা বেশ চেনো;
এ সব তবে কেন রে ভাই, তুমিও যাহা আমিও তাই
স্বার্থময় জীব!—কাজ কি মিছে চীৎকারে এ?
বিশ্বমাঝে নিঃস্ব মোরা, অধম ধূলি চেয়ে।

ব্যবসা কর, চাকরী কর, নাহিক বাধা কোন;
ঘরের কোণে ক্ষুদ্র মনে রৌপ্যগুলি গো'ণ;
চারটি কোরে খাও ও পর, স্ত্রীর দুখানা গহনা কর,
আর্য্যকুল বৃদ্ধি কর, ও পার কর মেয়ে।
—বিশ্ব মাঝে নিঃস্ব মোরা অধম ধূলি চেয়ে।

তাজমহল।

(আগ্রায়)

'খাসা'! 'বেশ'! 'চমৎকার'! 'কেয়াবাৎ'! 'তোফা'!—
কহিয়াছে নানাবিধ—সকলেই বটে,
দেখিয়াছে, তাজ! কভু যে তোমার শোভা,
উপবনঅভ্যন্তরে, যমুনার তটে।
কেহ কহিয়াছে তুমি "বিশ্বে পরীভূমি ;"
কেহ কহে "অষ্টম বিস্ময়" ; কেহ কহে
"মর্ম্মরে গঠিত এক প্রেমস্বপ্ন তুমি ,"
আমি জানি, তুমি তার একটিও নহে ;
আমি কহি,—না না, আমি কিছু নাহি কহি,
আমি শুদ্ধ চেয়ে চেয়ে দেখি, আর স্তব্ধ হয়ে রহি।

২

কি ভালোই বাসিত, তোমারে সাজাহান,
মমতাজমহল! যে বাছি' এ নির্জ্জন,
নিস্তব্ধ, ঋষির ভোগ্য, এই রম্য স্থান ;
এ প্রান্তর ; এ কবিত্বপূর্ণ উপবন ;

এ কল্লোলময়ী স্বচ্ছশ্যামযমুনার
পুলিন ;—রচিয়াছিল সেখানে সুন্দর,
অপূর্ব্ব প্রাসাদ, শুদ্ধ রক্ষিতে তোমার
মর দেহ ; এ জগতে করিয়া অমর
তোমার রূপের স্মৃতি ; করি' মূর্ত্তিমতী
সম্রাটের অনিমেষ ভালবাসা সম্রাজ্ঞীর প্রতি।

৩

এত প্রেম আছে বিশ্বে ? এই বিসম্বাদী,
এই প্রবঞ্চনাপূর্ণ, নীচ মর্ত্তভূমে
হেন ভালবাসা আছে,—হে শুভ্র সমাধি!—
যা'র নিষ্কলঙ্ক মূর্ত্তি হ'তে পার তুমি ?
তদুপরি ভারতসম্রাট—দিবানিশি
যাহার তমিস্র, গূঢ়, অন্তঃপুরাবাসে,
রহিত রক্ষিত, বদ্ধ, সহস্র মহিষী,
বধ্য মেষপালসম ;—কদর্য্য বিলাসে,
লিপ্সায় মজ্জিত, প্লুত, দুর্গন্ধ জীবনে,
সে কি সত্য, এত ভালো বাসিতে পারিত একজনে ?

৪

তবু পারে নাই রক্ষা করিতে তোমারে,
হে সম্রাজ্ঞী! অনুপম সে সৌন্দর্য্য রাশি ;—

পৃথিবীর রত্নরাজি ন্যস্ত একাধারে :
বিম্বিত সাগরবক্ষে শুক্লপৌর্ণমাসী ;
তাহারো পশ্চাতে, মৃত্যু, দাঁড়ায়ে নীরবে,
অপেক্ষা করিতেছিল ? স্পর্শে যা'র, সেও,—
সে সৌন্দর্য্য পরিণত পরিত্যজ্য শবে ;
ক্রমে ক্রমে দুর্গন্ধি, গলিত সেই দেহ
ভক্ষে, আসি,' মৃত্তিকার ঘৃণ্য কীটগুলি ;
পরিণামে সেই দেহ—আবার সে—যে ধূলি সে ধূলি !

এই শেষ ? মনুষ্যের এই খানে সীমা ?
এত সুখ, এত প্রেম, এত রূপ, এত
ভোগ, এত বাঞ্ছা, এত ঐশ্বর্য্যমহিমা,
সব এই খানে শেষ ! খ্যাত ও অখ্যাত,
উচ্চ নীচ, কুৎসিত সুন্দর, ঋষি শঠ,
জ্ঞানী মূর্খ, দুঃখী সুখী, সকলেরি শেষে
এখানে সাক্ষাৎ হয় : সুদূর নিকট,
মহাসৌরজগৎ ও কীট, হেথা এসে
মেশে একাকারে।—মৃত্যু কে বলে বিচ্ছেদ ?
মৃত্যু এক প্রকাণ্ড বিবাহ, যাহে লুপ্ত বস্তুভেদ।

৬

সে বিবাহে প্রদীপ জ্বলে না ; সে বিবাহে
সুগন্ধ পুষ্পের মালা দোলে না তোরণে ;
নেপথ্যে উঠে না শঙ্খ হুলুধ্বনি তাহে ;
নাহি জনকোলাহল ; সেই শুভক্ষণে
বাজে না মঙ্গলবাদ্য সুমধুর রবে,
সিংহদ্বারে।—সে বিবাহ সম্পাদিত হয়
গাঢ় অন্ধকারে, ঘন স্তব্ধ নিরুৎসবে ;
যা'র সাক্ষী পরকাল মহাশূন্যময় ;
যা'র পুরোহিত কাল ;—আশীর্ব্বাদে তা'র,
ব্যাপ্তিসহ মেশে সৃষ্টি, জ্যোতিঃসহ মেশে অন্ধকার

৭

—বিলাসের চরম করিয়া গেছে ভবে
মোগল।—গুলাবস্নান মর্ম্মর আগারে ;
উজ্জ্বল বসন, পূর্ণ আতর সৌরভে ;
পোলাও কালিয়া খাদ্য ; মখমল ঝাড়ে
মণ্ডিত ভূষিত কক্ষ। ময়ুর আসন ;
উদ্যান ; নির্ঝর ; প্রভাতে সন্ধ্যায় দূরে
মধুর ন'বৎ বাদ্য ; নূপুর নিক্কণ,
সারঙ্গ, বিভ্রম নৃত্য, নিত্য অন্তঃপুরে ;

মরণেরও জন্য চাই সুপ্রশস্ত কক্ষ ;
মরণের পরে স্বর্গ,—তাও সেই রূপসীর বক্ষ।

৮

আর আর্য্যজাতি ? ঠিক তার বিপরীত।—
রূপ—প্রকৃতির শোভা ; রস—পৃথিবীর ;
স্পর্শ—স্নিগ্ধ বায়ু ; শব্দ—নিকুঞ্জ সঙ্গীত ;
গন্ধ—যা' বহিয়া আনে উদ্যান সমীর।
পুণ্যনদীজলে স্নান ; অঙ্গে শুভ্রবাস ;
আহার—তণ্ডুল ঘৃত ; শয্যা—ব্যাঘ্রচর্ম্ম ;
আবাস—কুটীরকক্ষ ; চরম বিলাস
জীবনের—তীর্থযাত্রা ; বিবাহও—ধর্ম্ম ;
এ সংসার—মায়া ; মৃত্যু—মোক্ষ দুঃখহীন
শ্মশানে, নদীর তটে ; স্বর্গ—হওয়া পরব্রহ্মে লীন।

৯

—হে সুন্দর তাজ ! আমি জ্যোৎস্নায়, আলসে,
দেখে'ছি দাঁড়ায়ে, দূরে, ও মৌনমন্দির ;
আগ্রায়, প্রাসাদ শিরে দাঁড়ায়ে, দিবসে
দেখে'ছি ও শুভ্রমূর্ত্তি ; গিয়া সমাধির
অভ্যন্তরে, দেখে'ছি সুন্দর, তার পাশে,
পুষ্পবীথি, পয়োবাহ, নির্ঝর, ভিতরে ;

ভেবে'ছি যে, কভু এ বিশ্বের ইতিহাসে,
হয়নি রচিত বর্ণে, ছন্দে, কিম্বা স্বরে,
এ হেন বিলাপ। ধন্য ধন্য সেই কবি,
প্রথম জাগিয়াছিল যাহার সুস্বপ্নে এই ছবি।

১০

সুন্দর অতুল হর্ম্ম্য ! হে প্রস্তরীভূত
প্রেমাশ্রু ! হে বিয়োগের পাষাণ প্রতিমা !
মর্ম্মরে রচিত দীর্ঘনিঃশ্বাস !—আপ্লুত
অনন্ত আক্ষেপে, শুভ্র হে মৌন মহিমা !
—এত শুভ্র, এত সৌম্য, এত স্তব্ধ, স্থির,
এত নিষ্কলঙ্ক, এত করুণসুন্দর,
তুমি হে কবর !—আজি তুমি সম্রাজ্ঞীর
স্মৃতি সঞ্জীবিত কর এ বিশ্বভিতর ;
কিন্তু যবে ধূলিলীন হইবে তুমিও,
কে রাখিবে তব স্মৃতি ? হে সমাধি ! চিরস্মরণীয়

রাধার প্রতি কৃষ্ণ।

(প্রলাপ)

—ভুলিব ? সে আমার প্রথম ভালবাসা ?
সে প্রভাতশুকতারা জীবনআকাশে ?
যা'র নির্ব্বাপিত হাস্য—আজি এ দুর্দ্দিনে,
দূরাগত বংশীধ্বনি সম মোর প্রাণে ভেসে আসে !

ভুলিব ? এ জীবনের সৌন্দর্য্য গরিমা ?
নব বসন্ত উদগমে স্নিগ্ধ মলয় বায়ুর সেই প্রথম উচ্ছাস ?
না সখি, না, পারিব না, যদিও কাঁদিতে হয় স্মরিয়া',—কাঁদিব ;
সেও ভালো—তথাপি সে ক্রন্দনও বিলাস।

—আহা ! সেই জীবনের প্রথম গভীর সুখদুঃখ ;
সেই প্রথম আবেগ
বিরহ, মিলন নব :—প্রথম জীবনে !
নবীন প্রাণের গাঢ়, গভীর উদ্দাম ভালবাসা,—
ঘন কুঞ্জবনচ্ছায়ে, নিস্তব্ধ নির্জ্জনে।

—কেন ভাল বাসিয়াছিলাম! জানিতাম যবে,
আমাদের মধ্যে, প্রিয়ে, যোজন অন্তর?
কেন পান করিয়াছিলাম সেই আপাতমধুর বিষ?
হইতে আমরণ সে বিষে জরজর।

গাঢ় দুঃখময় স্মৃতি অশ্রুময় নয়নের পাশে ভেসে আসে;
পাগল হইয়া যাই স্বর্গীয় বিষাদে, প্রিয়ে!
এক দিন যে কিরণে অঙ্গ ঢালি' করিতাম স্নান,
অদ্য হেরি তাহা রহি' অবরুদ্ধ এই অন্ধ কারাগৃহে।

তবু দুঃখ নাই। ভাল বাসিয়াছি যদি এক দিনও তরে
হেন ভালবাসা-
হেন তন্ময়, চিন্ময়, স্তব্ধ, গাঢ় ভালবাসা;
সেই অর্দ্ধ সুপ্তি, অর্দ্ধ জাগরণ:
আর সেই দীর্ঘ পান, তথাপি প্রাণের সেই অতৃপ্ত পিপাসা।

কভু মনে হয় সে কি স্বপ্ন? তুমি মোর পাশে:
দুলিত সমীরে, নীহারসজল বনে, মল্লিকা মালতি:
মস্তক উপরে বাসরপ্রদীপ সম পূর্ণিমার শশী:
পদতলে নিস্তব্ধ শ্যামল বসুমতী;

সম্মুখে বহিয়া যায় যমুনা ; পাপিয়া গাহে দূরে,
একান্ত নির্জ্জন, স্তব্ধ, শান্ত কুঞ্জবনে ;
মোদের মিলিতবক্ষকম্পসহ শত বীণাধ্বনি ;
শত স্বর্গ কেন্দ্রীভূত একটি চুম্বনে।

—কাঁদিতেছ তুমি ? কাঁদ !
তোমার অশ্রুর যদি আমিই কারণ, তবে কাঁদ, বিম্বাধরে !
তাহাতেও পাইব সান্ত্বনা ; জুড়াইব এ তপ্ত হৃদয় ;
বুঝিব, এখনো আমি জাগি ও অন্তরে।

নিতান্ত নিষ্ঠুর আমি ! আজিও তোমারে তাই কাঁদাইতে চাই !
হাঁ আমি নিষ্ঠুর ! যদি কহি সত্য কথা ;
কে চাহে বিস্মৃত হ'তে ? বিচ্ছেদে, অন্তর হ'তে চিরনির্ব্বাসন !
হানে বক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা তীক্ষ্ণতম ব্যথা।

"কেন ভালবাসিয়াছিলাম ?"
কেন বা আসিয়াছিলে সম্মুখে আমার—হে সুন্দরি !
তোমার ও শুভ্ররূপে, কলকণ্ঠে, সুবাস নিঃশ্বাসে,
নবজ্যোৎস্নাসম ঘননীলাম্বর পরি।

মন্দ্র।

ঊষা কি হইবে ক্রুদ্ধ, যদি মেঘকুল তারি হৈমকিরণে রঞ্জিত
নিষ্পন্দ নয়নে চাহে গাঢ় প্রেমভরে ?
চম্পক ফিরাবে মুখ ক্রোধভরে, যবে শত মধুমত্ত অলি
প্রাণময় প্রেম তা'র অর্পিবে অধরে ?

—তব প্রেমে প্রেমী আমি। তাই আছি কত অপবাদ,
কত মিথ্যাবাণী, কত তিরস্কার সয়ে';
কারণ—আমার প্রেম হয় নি পার্থিব ;
হয় নি বিক্রীত, ক্রীত, বদ্ধ, পরিণয়ে।

প্রেম পরিণয় নহে। পার্থিব আলয় নহে তা'র ;
তা'র গৃহ প্রভাতের উজ্জ্বল আকাশে।
মানে না সে ধনমান, দূরত্বের ব্যবধান ;—
সঙ্গীত হইয়া যায়, প্রেম যাহে হাসে।

দূর স্থান, দূর কাল, ভিন্ন জাতি, ভিন্ন ধর্ম্ম, ভিন্ন বর্ণ,
নাহি কিছু রাজত্বে ইহার ;
ইহার রাজত্ব নয় গণনার ; নিত্য ব্যবসার ;—
প্রেম হৃদয়ের সমতান, সঙ্গীত আত্মার।

মন্ত্র।

—আয় মোর প্রণয়িনি ; আয় রাধে :
ঐ সন্ধ্যা মিলাইয়া যায় ;
এলাইয়ে পড়ে দূরে কোকিলের ধ্বনি :
আঁধারিছে স্বর্ণমেঘ ! নীলাকাশ হাসিল নক্ষত্রে :
নীরবে নীহারজলে কাঁদিল ধরণী।

ভ্রমরগুঞ্জন স্তব্ধ ; বহে ধীর মলয় সমীর :
দিবার সমাধি 'পরে ঝিল্লী গান গায় ;
অধরে মধুর হাসি, নয়নে প্রেমের জ্যোতি,
হৃদয়ে আবেগ লয়ে,—আয়।

আয় তবে, প্রিয়তমে ! আবার এ বক্ষে—
দুঃখের পাহাড়'পরে স্বর্ণ ঢেউ প্রায় ;
তোর করে পরশি বিদ্যুৎ ; তোর স্বরে শুনি বীণাধ্বনি
আয় তবে—নিন্দুক জগৎ ;—রাধে ! আয়।

সুখমৃত্যু।

১

"আমি যবে মরিব, আমার নিজ খাটে গো,
'আয়েসে' মরিতে যেন পারি ;
চাকরির জন্য, যেন আমার নিকটে গো,
কেহ নাহি করে উমেদারি ;
পাচক ব্রাহ্মণ যেন ঝঙ্কার না করে গো,
উচ্চকণ্ঠে হুহুঙ্কাররোলে ;
শুনিতে না হয় যেন কলহ করিয়া গো,
মানভরে, ঝি গিয়াছে চলে' ;
অসহ্য উত্তাপ যদি, বাতাস করিও গো,
বরফশীতল দিও বারি ;
মশা যদি হয়, তবে খাটাইয়া দিও গো,
শ্যামবর্ণ নেটের মশারি ;
লেপি' চারু 'মাথাঘষা' কবরীকুন্তলে গো,
কাছে এসে বসে যেন প্রিয়া ;

একটি পেয়ালা পাই সুবর্ণ সুরভি, গো,
চা খাইতে, দুগ্ধ চিনি দিয়া ;
রূপসী শ্যালিকা পড়ে একটি কবিতা গো,
যা'র শীঘ্র অর্থ হয় বোধ ;
গাহিতে হাসির গান যেন সে সময় গো,
কেহ নাহি করে অনুরোধ !"

২

কোন এক ডেপুটির উক্তবৎ ইচ্ছা শুনি'
প্রিয়া তার কহে, হেসে উঠি'–
"এত সুখ একসঙ্গে যাহার কপালে, ওগো,
সে কি কভু হইত ডেপুটি !"
এত সুখ একসঙ্গে !—মরণ আর কি ! মরি !
কপালেতে ঝাঁটা, মুখে ছাই !
সহজ ভাষায় বল, আসল কথাটি যাহা,
মরিতে তোমার ইচ্ছা নাই"।
ডেপুটি 'ধপাৎ' করি', আকাশ হইতে যেন
পড়িলেন ভূমিতলে চিৎ ;—
"এমন সুখের স্বপ্নে বাধা দেওয়া প্রিয়তমে !
তোমার কি হইল উচিত ?

এ কথাটি এ সময়ে অতি গদ্যময়ী ;—ইহা
হাঁটিয়া আসিতে পথে, শেষে,
গ্যাসের থামের মত, লাগিল, আঘাত যেন,
মদিরাবিভোর শিরে এসে।
এই আর্য্য সতী !—অহো এই আর্য্য সতী বুঝি !
পতি যা'র আরাধ্য দেবতা !
সতী সাবিত্রীর কুলে উদ্ভবা কি এঁরা সব ?
তবে একি অশাস্ত্রীয় কথা !
"মরিবার ইচ্ছা নাই !" তবে বল, আমি বুঝি
মরিলেই, বাঁচ তুমি, ধনি !
উপরন্তু এ ব্যবস্থা, সতীর বদনে শুনি,—
পতির কপালে সম্মার্জ্জনী !"

৩

"মরিবার ইচ্ছা নাই !" বল কি প্রেয়সী ? আপাততঃ
ইচ্ছা নাই বটে। কিন্তু সে অনিচ্ছা নহে কি সঙ্গত ?
মরিবার ইচ্ছা ? বল কার আছে ?—চিররুগ্নজন
পানাহারে অনাসক্ত ; বিহারে অক্ষম ; অনুক্ষণ
অবসাদে অবসন্ন ; যেন নাহি যায় দীর্ঘদিন ;
নাহি সুখ, নাহি আশা ; দীর্ঘ রাত্রি শান্তিসুপ্তিহীন ;—

সে বাঁচিতে চাহে। সেও ঔষধ সেবন করে উঠে'।
অতীব দরিদ্র—যা'র এক বেলা অন্ন নাহি জুঠে,
নাহি 'চাল' নাহি চুলা ; পরিধানে শতগ্রন্থি চীর ;
শয্যা ছিন্ন কন্থা মাত্র, কিম্বা ধূলিমাত্র পৃথিবীর ;—
সে বাঁচিতে চাহে। দূর এগুামানে চিরনির্ব্বাসিত,
আত্মীয় স্বজন হতে বিচ্ছিন্ন; একাকী অবস্থিত
বিশ্বমাঝে শূন্যসম ; জীবনে উদ্দেশ্য নাহি যা'র ;
কেহ নাহি এ বিপুল ব্রহ্মাণ্ডে বলিতে আপনার ;
চেয়ে দেখে নীল ক্ষুব্ধ জলধির পানে, দেখে শুধু
তা'র জীবনের মত জলরাশি করিতেছে ধূধূ,
যত দূর দেখা যায় ;—সেও চাহে বাঁচিতে প্রেয়সী !
আমিত ডেপুটি ! আমি মান্য ব্যক্তি ; এজলাসে বসি'
তবুত ফাটক দিতে পারি ; আমি এমনি কি হীন,
দুঃখী, তুচ্ছ, যে মরিব এত শীঘ্র, থাকিতে সুদিন ?

৪

মরিবার ইচ্ছা নাই ! সত্যইত ইচ্ছা নাই। তবে সোজা ভাষা
বলিলেই হয় ; কেন ঘুরাইয়া বলি, তাই করিবে জিজ্ঞাসা ?
পৃথিবীতে এইরূপই সর্ব্বত্র দেখিবে প্রিয়ে ! মানব সকলে
লজ্জার খাতিরে অতি সহজ অপ্রিয় সত্য ঘুরাইয়া বলে।

নিমন্ত্রিত ব্যক্তি যদি গমনে অনিচ্ছু, কহে—'পীড়িত দুঃখিত';
"পার্শ্বে পাতে লুচি নাই" কহে বরযাত্রী। "ত্রুটি মার্জ্জনা বিহিত
করিবেন নিজগুণে"—কহে কর্ত্তা অভ্যাগতে মার্জ্জিত বিনয়ে।
"বড় টানাটানি" কহে কৃপণ,ভিক্ষুকে।—"বাড়ি নাই" ঋণী কহে।
ইহার কি অর্থ আছে? ইহার সদর্থ টুকু, বুঝিতে অন্যথা
হয় কি কাহারো কভু?—শীলতার অন্যনাম "শুভ্র মিথ্যা কথা"।

৫

মরিবার ইচ্ছা নাই—সত্য কথা—ধর
বলিলাম অকপটে; কি করিবে কর।
কেন বা মরিব! কোন্ দুঃখে সোনামণি!
কে চাহে করিতে ত্যাগ এমন ধরণী,
এমন জগৎ আমাদের?—শস্যভরা
পুষ্পভরা, সুগন্ধসুন্দরবসুন্ধরা;
এই জ্যোৎস্না; এই স্নিগ্ধ সমীর হিল্লোল:
পক্ষীর কাকলি; এই নদীর কল্লোল;
বৃক্ষের মর্ম্মর; শত ফল সুমধুর:
নির্ঝরের মিষ্টবারি; এ সুখ প্রচুর।
তদুপরি যা'র ভাগ্যে ঘটে—জননীর
স্নেহ; প্রেয়সীর প্রেম, দুহিতার স্থির,

সংযত সভক্তি সেবা ; পুত্রের মধুর
মুখচ্ছবি ; অকৃত্রিম প্রণয় বন্ধুর ?

৬

তদুপরি—মরণের পাছে
কি জগৎ লুক্কায়িত আছে !
এই কৃষ্ণ জলধির পারে
কোন্ দেশ আছে ! অন্ধকারে
আচ্ছন্ন, যে দেশ হতে কেহ
ফিরে নাই আর নিজ গেহ।
কিম্বা, এই খানে শেষ সব ;—
এত আশা ; প্রণয় বিভব ;
এই বুদ্ধি ; এ উগ্র প্রতাপ,
যাহা অনায়াসে পরিমাপ
করে পৃথিবীর ভার, প্রতি
গ্রহের নির্ণয় করে গতি,
তপনের আয়ুনিরূপণ,
নক্ষত্রের রশ্মিবিশ্লেষণ ;
এই শক্তি ;—হায় নাহি জানে
হয়ত বা সমাপ্ত এখানে !

৭

—মরিবার ইচ্ছা নাহি ! সত্য, না মরিতে চাহি।
তথাপি মরিতে হ'বে—স্বষ্টির নিয়ম।
জন্মিলে মরিতে হয় ; তবে কেন এই ভয় ?
এই শঙ্কা, এই দ্বিধা ?—ভ্রম, ভ্রম, ভ্রম।
মরিয়াছে পিতৃগণ ; মরিয়াছে সর্ব্বজন—
বুদ্ধ ও বিক্রমাদিত্য—পুণ্যাত্মা, মহৎ ;
আমি কি সামান্য তুচ্ছ ?— গেল দেশ কত, উচ্চ
গ্রীস, আসীরিয়া, রোম, মিসর, ভারত ;—
কালের প্রবাহে, কত, জল বুদ্বুদের মত,
উঠি নব জীব জাতি অদ্য অধোগামী !
এ পৃথিবী লুপ্ত হ'বে ; ওই সূর্য্য গুপ্ত হ'বে ;
আমার মরিতে ভয়-তুচ্ছ জীব আমি ?
না মরণে শঙ্কা নাই ; আমিত প্রস্তুত, ভাই ;
যা'দের ছাড়িয়া শেষে যাব এই ভবে,
তারাও আসিছে পিছে কার জন্য শোক মিছে ?
পরে যাহা আছে, আছে ; ভাবিয়া কি হবে ?
আর যদি, পরমেশ ! এ জগতে এই শেষ ;
এই ক্ষুদ্র জীবনের মৃত্যুই অবধি ;

যদি নাই পরলোক ;— তবে কে করিবে শোক,
মৃত্যুর অপর পারে আমি নাই যদি ?
আর যদি আমি থাকি, তাহাতেই দুঃখ বা কি ?
মৃত্যু যদি সুখশূন্য, মৃত্যু দুঃখহীন।
বিনা সুখদুঃখভার একাকার, নির্ব্বিকার;
নির্ভয়ে হইয়া যাব পরব্রহ্মে লীন।
তবে এক সাধ আছে— মরিব যখন, কাছে
রহে যেন ঘে'রি প্রিয়া পুত্রকন্যাগণ ;
আর, বন্ধু যদি কেহ, করে ভক্তি, করে স্নেহ,
রহে যেন কাছে সেই প্রিয় বন্ধুজন ;
খুলে দিও দ্বার !—ভেসে পড়ে যেন মুখে এসে
নির্ম্মুক্ত বাতাস, আর আকাশের আলো ;
দেখি যেন শ্যাম ধরা শস্যভরা, পুষ্পভরা,
এতদিন যাহাদিগে বাসিয়াছি ভালো ;
আসে যদি মৃদুমন্দ পবনে, চামেলিগন্ধ ;
একবার বসন্তের পিকবর গাহে ;
হয় যদি জ্যোৎস্না রাত্রি ;— আমি ও পারের যাত্রী
যাইব পরম সুখে জ্যোৎস্নায় মিলায়ে।

গ্রন্থকার প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি কলিকাতা ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট ও অন্যান্য প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

পুস্তক।	মূল্য।
আষাঢ়ে (তৃতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ)	॥০

("Is a burlesque written with exquisite skill and inimitable humour. The doggrels composing the poem seem to be admirably suitable to the description of the themes selected. The writer apprently is a master hand in this class of composition.")

"*The Calcutta Gazette.*"

পাষাণী (পঞ্চ অঙ্কে সমাপ্ত নাটিকা) ৸০

(আজি অন্ধকার গহ্বরে একখানি ছবি দেখিলাম, অপূর্ব্ব, সুন্দর, মহান, ফিডিয়সের ভাস্কর কর্ম্ম, রাফেলের চিত্র। * * মহর্ষি গৌতমের চিত্র গেটে ও সেক্সপিয়রের নিন্দার বিষয় নহে।)

নব্যভারত।

কল্কি-অবতার (সামাজিক প্রহসন) ... ... ১৲

("Wonderfully epigrammatic * * forcible and witty.")

The Englishman.

বিরহ (সামাজিক নাটক, ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত) ॥০

ত্র্যহস্পর্শ (সামাজিক প্রহসন, ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত) ।৴০

প্রায়শ্চিত্ত (সামাজিক প্রহসন ক্লাসিক থিয়েটারে "বহুৎ আচ্ছা" নামে অভিনীত) ... ... ॥০

হাসির গান (Comic Songs) ... ... ॥০